প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রী-বিধায়কদের দেহরক্ষীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ক দেহরক্ষী নিয়ে বিধানসভায় ঢুকতে পারবেন না

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নিম্নচাপের কাঁটা

আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় নিম্নচাপ সক্রিয় হতে পারে। আগামী তিনদিন দক্ষিণের সাত জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলতে পারে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত

বিহারে ১৬% কেন্দ্রেই দু'লক্ষ ভুয়ো ভোটার! তোপ তৃণমূলের

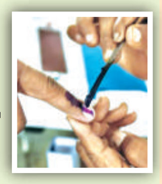

পাটনায় ইন্ডিয়ার মিছিলে ইউসুফ ললিতেশ, বৈঠক লালুর সঙ্গেও

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০০ ● ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১৬ ভাদ্র ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 100 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 2 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মেয়ো রোডের ঘটনাস্থলে ■ কড়া ভাষায় প্রতিবাদ

ভাষা আন্দোলন রুখতে সেনা নামাল বিজেপি

সোমবার। মেয়ো রোড। ধরনামঞ্চ খুলছে সেনাবাহিনী। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে মুখ্যমন্ত্রী। কড়া প্রতিবাদ। ঘটনাস্থল থেকেই ঘোষণা পরবর্তী কর্মসূচির। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : ভাষা আন্দোলন ভাঙতে নোংরা রাজনীতি করল বিজেপি। রাজনৈতিক স্বার্থে সেনাবাহিনীকে অপব্যবহার করতেও তারা কসুর করল না। শেষে কি না সেনা নামিয়ে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে দেওয়া হল! এই বিজেপি দেশের লজ্জা। মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ভাঙা মঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে একহাত নিয়ে তাঁর সদর্প ঘোষণা, আমাদের আন্দোলন আটকাবার ক্ষমতা ওদের নেই। মোদিবাবুর পারমিশন নিয়ে আমাকে প্রোগ্রাম করতে হবে না। আমি জনগণের পারমিশন নিয়ে প্রোগ্রাম করি। এই আন্দোলন হবে ডোরিনা ক্রসিংয়ে। বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও বাংলাভাষীদের উপর হেনস্থার প্রতিবাদে প্রতি শনি ও রবিবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ভাষা আন্দোলন করে আসছে তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠন। সোমবার সেনাকর্মীরা সেই মঞ্চ খুলে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দাঁড়িয়েই ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট কথা, আজকের ঘটনায় আমি সেনাকে দোষারোপ করছি না, বিজেপির কথায়, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায় এটা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এখানে গাড়ি চলাচলের অসুবিধা নেই। কোথাও রাস্তা আটকে কিছু করা হচ্ছে না। পারমিশন নিয়ে কর্মসূচি চলছিল। প্রয়োজনে পুলিশকে বলতে পারত। দরকার হলে পুলিশ প্যান্ডেল খুলে দিতে পারত। আমরাই সভা অন্যত্র সরিয়ে নিতে (এরপর ৩ পাতায়)

একনজরে

- রাজ্যজুড়ে শুরু টানা কর্মসূচি
- আজ থেকে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে, ওয়ার্ডে ধরনা
- এবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে চলবে ভাষা আন্দোলন
- আজ আইএনটিটিইউসির ভাষা-প্রতিবাদ

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আসছেন

শিশিরে ভেজানো শিউলি আকাশে
মা আসছেন দূর্বাঘাসে,
দীন্যতা জীর্ণতা ছিন্ন করে
হাসি ফুটল সবার ঘরে।
আনন্দ নিকেতনে আলোর ঝরায়,
মানবিক মা মনুষ্য রূপ পায়।
ধনধান্যে ধান্য মেলায়,
শিল্প-কৃষ্টি সৃষ্টি খেলায়।
অস্তিত্বের আজি কলাপাতার ভেলায়
দেবী আসছেন জগৎ মেলায়।

পুলিশের সাফল্য ৭ দিনে গ্রেফতার খুনি দেশরাজ

প্রতিবেদন : কান টানলে মাথা আসে। মামাকে ধরতেই পুলিশের জালে কৃষ্ণনগরে কলেজছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের খুনি দেশরাজ সিং। মাত্র সাতদিনের মধ্যেই অভিযুক্তকে ধরে ফেলা জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্যের নজির। উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলার নৌটনওয়া থেকে রবিবার রাতে দেশরাজকে গ্রেফতার করে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী নৌটনওয়া থেকে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল দেশরাজের। গ্রেফতারির (এরপর ১২ পাতায়)

সোমবার। পুলিশ দিবসে ভবানী ভবনে মিষ্টি বিতরণ মুখ্যমন্ত্রীর। রয়েছেন ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম-সহ পুলিশের পদাধিকারীরা।

ছাব্বিশে চ্যালেঞ্জের ভোট, মুখোশ খুলুন বিজেপির

প্রতিবেদন : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে দলীয় সতীর্থদের মাঠে নামার নির্দেশ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তাঁর বার্তা, বিজেপি কীভাবে বাংলাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে সে-কথা মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বলুন। খুলে দিন ওদের মুখোশ। সোমবারও তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে জোড়া বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। এদিন প্রথম আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে এবং দ্বিতীয় দফায় ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক হয়। দুই জেলার নেতৃত্বকে আরও বেশি করে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-সহ যাবতীয় সরকারি প্রকল্পের প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। তিনি আলাদা করে বলেছেন, (এরপর ১২ পাতায়)

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 September, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৬৬৬ লন্ডনে মহা অগ্নিকাণ্ড ঘটে

এদিন ছিল রবিবার। সেদিন থেকে ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত লন্ডনে মহা অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘটনার সূত্রপাত এক বেকারিতে, লন্ডনের ব্রিজের কাছে পুডিং লেন তথা ফিস ইয়ার্ড-এ। এই বেকারির মালিক ছিল থমাস ফ্যারিনার। গ্রীষ্মকালীন সময়, কয়েক সপ্তাহ ধরে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে, কাঠের বাড়িগুলো থেকে পূর্বমুখী বাতাস আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল চারদিকে। আগুন বেকারিতে থেকে দ্রুত শহরের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তৎকালীন মেয়র স্যার থমাস ব্লাডওয়ার্থের দূরদর্শিতার অভাব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিলম্বের কারণে। রবিবার গড়িয়ে সোমবারে পা দিতেই অচিরেই সেই অগ্নিঝড় শহরের প্রাণকেন্দ্রকে গ্রাস করতে পৌঁছে গিয়েছিল। আতঙ্কে অনেক মানুষ টেমস নদীর মাধ্যমে শহর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের নির্দেশে আগুন ছড়ানোর পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য 'ফায়ার ব্রেক' হিসেবে সমস্ত ঘরবাড়িকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ৪ সেপ্টেম্বর সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল-সহ রিভার ফ্লিটের তীর অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। তবে, রিভার ফ্লিট পেরিয়ে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের দরবার অবধি পৌঁছনোর আগে অগ্নিঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

২০২১ সিদ্ধার্থ শুক্লা (১৯৮০-২০২১) এদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। টেলিভিশন অভিনেতা ও মডেল। ২০০৮-এ ধারাবাহিক 'বাবুল কা অঙ্গন ছুটে না'য় অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশন জগতে অভিষেক হয়েছিল। অতঃপর 'লাভ ইউ জিন্দেগি', 'বালিকাবধূ' এবং 'দিল সে দিল তক'-এর মতো ধারাবাহিকের মূল চরিত্রে অভিনয় করার সূত্রে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ঝলক দিখলা যা ৬, ফিয়ার ফ্যাক্টর : খতড়ো কে খিলাড়ি ৭ এবং বিগ বস ১৩-এর মতো রিয়্যালিটি শো-তে অংশ নেন। এর মধ্যে ফিয়ার ফ্যাক্টর: খতড়ো কে খিলাড়ি ৭-এর শিরোপা জেতেন।

১৯৫২ বেণীমাধব দাস (১৮৮৬-১৯৫২) এদিন কলকাতায় প্রয়াত হন। প্রাজ্ঞ শিক্ষক এবং দেশপ্রেমিক। সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) এবং বীণা দাস (ভৌমিক)। কল্যাণী দাস সমাজসেবা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। বীণা দাস ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টার জন্য ৯ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল এদিন। ৬ বছর ধরে চলেছিল এই যুদ্ধ। খরচ হয়েছিল এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জয়লাভ করেছিল মিত্র শক্তি। এই যুদ্ধের পরপরই সমগ্র ইউরোপ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়; এক অংশ হয় পশ্চিম ইউরোপ আর অন্য অংশে অন্তর্ভুক্ত হয় সোভিয়েত রাশিয়া। পরবর্তীতে এই রুশ ইউনিয়নই ভেঙে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয় ন্যাটো আর সমগ্র ইউরোপের দেশসমূহের সীমান্তরেখা নির্ধারিত হতে শুরু করে।

১৯৪৫ ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হল ভিয়েতনাম। এদিন হো চি মিন হ্যানয় শহরে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভিয়েতনামের নতুন নামকরণ করা হয় 'ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম' (ডিআরভি)। বাও দাই ক্ষমতাচ্যুত হয়, ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয় হো চি মিনকে। অন্তত ২০ দিন এই নতুন সরকার ছিল গোটা ভিয়েতনামে দায়িত্বরত একমাত্র সরকার। সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখে ভিয়েতনামের দক্ষিণের শহর সায়গন থেকে এই নতুন সরকারকে উৎখাত করে ফরাসি বাহিনী। ভিয়েতনামের উত্তর ও কেন্দ্র তখনও ভিয়েতনামের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

১৯৮৫ নন্দন প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। উদ্বোধন করেন সত্যজিৎ রায়। শহরের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র নন্দন।

১৯২০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) এদিন জন্ম নেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতনামা কবি। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে সমগ্র দুনিয়ার প্রতারিত মানুষের বেদনা, মানবতা-বিরোধী ঘটনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ তীব্র-প্রতিবাদ। 'রাজা আসে যায়', 'উলুখড়ের কবিতা', 'লখিন্দর', 'জাতক', 'সভা ভেঙ্গে গেলে', 'রাস্তায় যে হেঁটে যায়', 'মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়', 'এই জন্ম জন্মভূমি', 'পৃথিবী ঘুরছে', 'ভিয়েতনাম ভারতবর্ষ', 'শীত বসন্তের গল্প', 'বেঁচে থাকার কবিতা', 'আমার কবিতা', 'আর এক আরম্ভের গল্প' প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতা। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার।

পার্টির কর্মসূচি

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি নিপীড়নের প্রতিবাদে হুগলি জেলা তৃণমূল নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল আয়োজিত প্রতিবাদ সভা ও কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, রাজ্য মহিলা তৃণমূল নেত্রী শিল্পী চট্টোপাধ্যায়, মানস মজুমদার-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮২

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. মূল্য ইত্যাদিতে বিশেষ ছাড় বা সুবিধা ৫. ব্রাহ্মণ ৬. দুষ্টের দমন, শিষ্টের— ৭. বিরাট গহ্বর বা গুহা ৯. কাছাকাছি, চারদিক ১২. বুদ্ধি ১৩. আপাদমস্তক জলে ভেজা অবস্থা ১৪. অস্বীকৃত।

উপর-নিচ : ১. শ্রীকৃষ্ণ ২. তরবারি, অসি ৩. বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ ৪. অনুকরণ ৮. রাষ্ট্রের অর্থ দফতর ৯. এখন, বর্তমানে ১০. একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তির ১১. পৃথিবী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮১ : পাশাপাশি : ১.বিভ্রম ৩. পাঁচতারা ৫. কাঠের আড়ত ৭. নবাব ৮. দলুই ১০. চরণযুগল ১২. রসবতী ১৩. তরল। **উপর-নিচ:** ১. বিনোদন ২. মস্তকাবরণ ৩. পাঁজর ৪. রাজিত ৬. আপাদলম্বিত ৯. ইন্দ্রকীল ১০. চক্কর ১১. যুবতী।

২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৫৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৩৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪৫	৮৭.৬৮
ইউরো	১০৫.০৫	১০২.৭৮
পাউন্ড	১২১.২২	১১৮.৫৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ আলিয়া ভাট

■ শিল্পা শেঠি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে দিতেই মেয়ো রোডে মুখ্যমন্ত্রী

ভাষা আন্দোলন আজ থেকে প্রতিদিন রানি রাসমণি রোডে

প্রতিবাদ হবে প্রতি জেলার ব্লকে ব্লকে

প্রতিবেদন : সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলার আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না। যতই সেনা নামাক, আমাদের আন্দোলন আটকাবার ক্ষমতা বিজেপির নেই। বাংলা ভাষা আন্দোলন যেমন চলছে, সামনের দিনেও চলবে। সোমবার মেয়ো রোড থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার থেকে ভাষা আন্দোলন হবে রানি রাসমণি রোডে। এই জায়গা কলকাতা পুলিশের অধীনে। এদিন সেনা নামিয়ে যেভাবে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে আমাদের আন্দোলন আটকানোর চেষ্টা করা হল, তার প্রতিবাদে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে-ওয়ার্ডে অবস্থান-বিক্ষোভ করবে তৃণমূল।

গান্ধীমূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, ধরনা আমাদের চলবে, আটকানোর ক্ষমতা বিজেপির নেই। এর বিরুদ্ধে সব ব্লক, ওয়ার্ডে, পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার প্রতিবাদ হবে। রানি রাসমণিতে কাল থেকে কর্মসূচি হবে। এখন প্রতিদিন হবে কর্মসূচি। এরা বলে, বাংলা বলে ভাষা নেই। বিজেপির সব রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চলছে। তাই বাংলার মানুষ আরও বেশি করে বাংলায় কথা বলুন। আমরাও দেখতে চাই এই ভাষাসন্ত্রাস কোথায় গিয়ে পৌঁছয়। বিজেপি যত বাধা দেবে, আমাদের আন্দোলন তত জোরদার হবে। আমরা রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করব। গণতান্ত্রিকভাবে লড়ব। মানুষ আমাদের পাশে আছে।

সেনা নামাল বিজেপি

(প্রথম পাতার পর)

পারতাম। তা না করে অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক কাজ করা হয়েছে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করি। কেন্দ্র সরকার চাইছে প্রতিবাদ করার জায়গা ভেঙে দিতে। তাতে আমরা আরও শক্তিশালী হচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত এজেন্সিকে অপব্যবহার করা হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, সেনাকে অপব্যবহার করা হবে না। কিন্তু এরা সেনারও অপব্যবহার করল। যখন আমি আসছিলাম তখন প্রায় ২০০ আর্মি পালাচ্ছিল। আমি বললাম, আপনারা দিল্লির বিজেপির কথায় করেছেন। আমি আপনাদের নয়, বিজেপিকে দোষ দিচ্ছি। ল অ্যান্ড অর্ডার পুলিশের বিষয়। নগরপাল আমাদের পার্টির সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করতে পারত। মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিত, এটা আর্মি নয়, পেছনে বিজেপি ও তাদের সরকার আছে। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার। বিজেপিকে ধিক্কার জানাচ্ছি, বিজেপি দেশের লজ্জা। তারা মানুষের সমর্থন পাবে না। আর্মিকেও যদি এভাবে অপব্যবহার করে তাহলে সংবিধান, মানুষের অধিকার কোথায় থাকবে? সব এজেন্সি তো ললিপপ। একটা এজেন্সির নাম বলুন যারা নিরপেক্ষ। এরা স্বৈরাচারী পক্ষ। যখন বিজেপি থাকবে না, কোথায় পালাবে এরা? মানুষ আছে, মানুষ কিন্তু রুখে দাঁড়াবে। ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমাদের কর্মসূচি চলবে। আমরা পুলিশের থেকেও পারমিশন নিয়েছি। রানি রাসমণি রোডে হবে আন্দোলন।

■ ডোরিনা ক্রসিংয়ে নতুন সভাস্থল। পরিদর্শনে অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম। আজ এখানেই আইএনটিটিইউসির সভা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোকা

বড্ড ভয় পেয়েছে বিজেপি। ভাষাসন্ত্রাস এবং বাঙালি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ যেভাবে ক্রমশ জোটবদ্ধ হচ্ছেন, আওয়াজ তুলছেন, প্রতিবাদ করছেন, তাতে বিজেপি স্পষ্ট বুঝতে পারছে আগামী দিনে এই একটি ইস্যুতেই বাংলার মানুষ সমুচিত জবাব দেবেন। শুধু তো ভাষাসন্ত্রাস নয়, তার সঙ্গে রয়েছে এসআইআর কিংবা ভোট চুরির ইস্যুটিও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই ইস্যুটি প্রকাশ্যে আনেন। তারপর গোটা দেশে বিরোধীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সংসদ থেকে রাজনীতির ময়দান ভোট চুরি নিয়ে প্রতিবাদে মুখর। সোজা পথে জেতা যে বিজেপির পক্ষে নেহাতই মুশকিল সেটা অনেক আগেই বোঝা গিয়েছিল। সর্বপ্রথম বুঝেছিল বিজেপি। যে কারণে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র কিংবা দিল্লির নির্বাচন হওয়ার পর সকলেই বুঝেছিলেন কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। ভোট চুরি ইস্যুটি ক্রমশ সামনে আসতে থাকে। বিহারের ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার পর এখন একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বিজেপির শাখা-সংগঠন হিসেবে কাজ করছে কমিশন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে দেশের মানুষের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পিত চক্রান্ত জনতা এখন বুঝে গিয়েছেন। বাংলাকে শায়েস্তা করতে পারছে না বিজেপি। ভাতে মারার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা এগোচ্ছে দুরন্ত গতিতে। বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর যেভাবে হামলা করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো চক্রান্ত করা হচ্ছে— তা দেখে অবাক দেশের মানুষ। অসমে তো সমস্ত বাঙালিকে 'ডাউট ভোটার'-এর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। কিন্তু এভাবে কত দিন? মানুষকে যাঁরা বোকা ভাবেন, তাঁরা আসলে সেটাই।

e-mail থেকে চিঠি

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দুয়ারে সবজি কর্মসূচি

কয়েকদিন আগে 'জাগোবাংলা'র উত্তর সম্পাদকীয় 'চা-বাগানের শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার' পড়ার পাঠ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই পত্রের অবতারণা। চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে রাজ্য সরকারের সুফল বাংলার 'দুয়ারে সবজি'র কর্মসূচি। দুর্গম চা-বাগানের বাসিন্দাদের নিত্যদিন আনাজ কিনতে গেলে ১৫-১৬ কিমি দূরে বাজারে যেতে হয়। এই সমস্যার কথা ভেবেই সুফল বাংলা পরিচালিত মাদারিহাট, কুমারগ্রাম, বীরপাড়া ও কালচিনিতে ৬টি মহিলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বিভিন্ন চা-বাগানে এই সবজি বিক্রি করছে। কাকভোরে জেলার কৃষিমাণ্ডিগুলি থেকে সুলভ মূল্যে আনাজ কিনে কো-অপারেটিভ সোসাইটির গাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লাগুলিতে। তার জন্য সোসাইটিগুলিকে গাড়িও দেওয়া হয়েছে। চলতি বছর মে মাসে শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়িতে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে সোসাইটিগুলির মহিলাদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়ির জ্বালানি, চালক, আনাজ লোডিং-আনলোডিংয়ের জন্য তিনজন শ্রমিককে সোসাইটির তরফে টাকা দেওয়া হয়। বাড়িতে সবজি পৌঁছে যাওয়ায় বাগানের বাসিন্দা ও শ্রমিকদের মুখে এখন চওড়া হাসি। খুশি সোসাইটির মহিলারাও। রাজ্য সরকারের অভিনব ভাবনায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির মহিলারা আত্মনির্ভরতার পথ খুঁজে পেয়েছেন। এক-একটি সোসাইটিতে গড়ে ৬০-৬৫ জন করে মহিলা রয়েছেন। এক একটি সোসাইটি রোজ ১৫-১৬টি বাগানে সবজি পৌঁছে দেয়। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা প্রমাণ করছে, চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সুরক্ষিত।

— **প্রদীপ নাগ, বউবাজার, কলকাতা ১২**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

হ্যাঁ! নিচুতলার মানুষের দল আমরা

সামাজিক ক্ষমতাহীন ৯০ ভাগ মানুষের পার্টি

'বাঙালি ভদ্রলোকদের বলছি তৃণমূলকে তাড়ান। না হলে বাংলা বাঁচবে না।' বক্তা নরেন্দ্র মোদি। দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বাঙালি ভদ্রলোকদেরই শুধু একটি আহ্বান করছেন, তখন জানার ঔৎসুক্য হয় যে, এই 'ভদ্রলোক' কথাটি কাদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে? সেই সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার বৌদ্ধিক উত্তরের খোঁজে অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

তৃণমূল কংগ্রেসের যা কিছু দুর্বলতা, খারাপ দিক, তা চোখের সামনেই খোলাখুলি দেখতে পাবেন আপনি। সবটুকুই একেবারে ওভার দ্য গ্রাউন্ড, সমাজের সারফেস লেভেলে! রেজিমেন্টেড, স্ট্রাকচার্ড, স্তালিনিস্ট দল নয় বলে তাদের দুর্বলতা চোখে পড়ে যায়! এই ভ্রান্তিগুলো সমাজের সারফেস লেভেল ছাপিয়ে ডিপ স্ট্রাকচারকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে না! বিজেপি বা তার শরিক দলগুলো এর চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের যাবতীয় জনবিরোধী, অর্থনৈতিক, নারীবিরোধী, দলিতবিরোধী অপকর্ম অনায়াসেই কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারে। একটি অঙ্গরাজ্যে দাঁড়িয়ে বিজেপির মতো আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে অসম লড়াই চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার যেকোনও ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই দানবাকৃতি হিসেবে দেখানো হয়, আর ক্লিনচিট পেয়ে যায় বিজেপি। ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো, সংসদীয় গণতন্ত্র সবকিছুই আজ ধ্বংসের মুখে এই মোদি জমানায়। কিন্তু লক্ষ করবেন, কায়েমি স্বার্থের মূল আক্রমণ কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকারেরই বিরুদ্ধে।

বিজেপি আজ বাংলার সুদীর্ঘলালিত সোশ্যাল ফ্যাব্রিক, ডিপ স্ট্রাকচার একেবারে ভিতর থেকে ভেঙে চুরমার করে দেবার সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদি সুদূরপ্রসারী এজেন্ডা নিয়ে নেমেছে। এটা আরএসএস-এর ১০০ বছরের প্রোজেক্ট: 'মিশন বেঙ্গল'। শূদ্র বাংলা, বৌদ্ধ বাংলা, বৈষ্ণব বাংলা, সহজিয়া তন্ত্রের শাক্ত বাংলা, মুসলমান বাংলাকে তারা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের মনুবাদী, মুসলিমবিরোধী, নারীবিদ্বেষী উপনিবেশ বানাতে চায়! মজলুম বাঙালিকে ওরা গো-বলয়ের নব্য-ক্রীতদাস বানাতে চায়!

ওদের হাতে কোটি কোটি টাকা, বিপুল সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যম এবং সুখী, আত্মতৃপ্ত, চরম প্রিভিলেজড সুশীল সমাজ। এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম কিন্তু জনমত নির্ধারণে, 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' নির্মাণে এরা ২০০ ভাগ সক্ষম। বাংলার সমাজের বিগত ২৫০ বছরের ইতিহাসে এরাই সমস্ত ক্ষমতার ক্রিমটুকু খেয়েছে, আগামী ২৫০ বছরও যাতে সেই ক্রিমি লেয়ার হয়েই বেঁচে থাকা যায়, তাই বিজেপির মতো বাংলাদ্বেষী, বাঙালিবিদ্বেষী ইকোসিস্টেমকে সঙ্গে নিয়ে ওরা বর্গি লুটেরাদের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাংলা ওদের মাংসখণ্ড। ওরা বাংলাকে ধ্বংস করবে। বিগত দুই শতকের যা কিছু শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার বাঙালি অর্জন করেছে, সেই কৃষ্টি, যুক্তিবাদী বোধ, মনন, মেধা ও তীব্র রাজনৈতিক চেতনা এই সবকিছু এরা পশ্চিম ভারতীয় কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবে। এটাই ওদের একমাত্র এজেন্ডা! ইতিমধ্যেই বিজেপির বাঙালি তাত্ত্বিকরা রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকদের বিরুদ্ধে ন্যারেটিভ নামাতে আরম্ভ করেছে।

তৃণমূল যেটা পেরেছে তা হল, বাংলার ২০০ বছরের অবনমিত সাব-অল্টার্ন সমাজকে নিচুতলা থেকে মঞ্চের উপরে তুলে এনেছে! তাদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে। যাদের কোনও ফ্যামিলি ক্যাপিটাল, সোশ্যাল ক্যাপিটাল, সোশ্যাল কানেকশন, কালচারাল ক্যাপিটাল, এমনকী হাই এডুকেশনাল ক্যাপিটাল অব্দি ছিল না, যাদের বাপ-কাকা-দাদা ধরার সুযোগ ছিল না, তাদের এক বৃহদংশকে বিপুল প্রমিনেন্স দিয়েছে! আরও বহু কাজ বাকি! অজস্র কালীঘাটের ঝি, ডাকাতরানি, মমতাজ বেগম, পটুয়াপাড়ার মেয়েছেলে বলে ডাকা যায়! তাই না? ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধ, ১৭৬৫-র দেওয়ানি লাভ, ১৭৭০-এ পরিকল্পিত গণহত্যার মাধ্যমে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ কৃষক, হকার, কারিগর, দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণিকে ধ্বংস করে বিশ্বের প্রথম 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি' চাপিয়ে দেওয়া এবং ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মাধ্যমে দেশীয় অনুগত জমিদারশ্রেণি তৈরি করে এরাই বাংলার ৯০ ভাগ মধ্যম ও নিম্নবর্গ এবং মুসলমান সমাজকে সমস্ত ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে ঠেলে দিয়েছে!

ইতিহাস এইবার প্রতিশোধ নিচ্ছে!

নামগোত্রহীন অথচ অসম্ভব প্রতিভাবান তৃণমূল সমর্থক ও কর্মী জেলায় জেলায় কাজ করছেন! সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা দলের হয়ে ক্রিয়েটিভ লড়াই লড়ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং পথে-ঘাটে-স্ট্রিট কর্নারে! দলের উচিত তাদের খুঁজে বের করে যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া! তাদের সামনের সারিতে নিয়ে আসা!

এটাই বাংলার ৫ থেকে ১০ ভাগ সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে প্রিভিলেজড এগিয়ে থাকা উচ্চ স্তরের মানুষের গায়ের জ্বালা! এটাই তাদের গেল-গেল রবের কারণ। এই সবরকমের সুবিধাভোগী, অন্তত আট-দশ পুরুষের ফ্যামিলি ও সোশ্যাল ক্যাপিটাল-ওয়ালাদের একবার জিগেস করুন: তৃণমূল কংগ্রেস কি তোমাদের কোনও ব্যক্তিগত ক্ষতি করেছে? উত্তর আসবে, 'না'! তবু এরা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তৃণমূলকে নিয়ে!

তৃণমূল কংগ্রেস সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'লেসার ভদ্রলোক' (ঋণ: তাত্ত্বিক দীপেশ চক্রবর্তী) আর বাবুদের দ্বারা চিহ্নিত তথাকথিত, নিচুতলার অবনমিত, সামাজিক ক্ষমতাবিহীন ৯০ ভাগ মানুষের পার্টি! তাই অনায়াসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবনমিতের উত্থান ও অভ্যুত্থানের অপর নাম তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কোনওভাবেই মুছে যাবে না! নিচুতলার যে আপওয়ার্ড মোবিলিটি শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, তার ফল বাংলার মাটিতে হবে সুদূরপ্রসারী! সমস্ত সামাজিক হিসেব উল্টে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস! মিলিয়ে নেবেন! বিগত ১৫ বছরে বাংলার মেয়েদের একটু গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে খুঁজে দেখুন! একটু চারিপাশের ক্ষুদ্র ঘেরাটোপ ভেঙে বাইরে তাকান। বাঙালি মেয়েরা বিগত ২৫০ বছরে এরকম ডেসপ্যারেট, স্বাধীনচেতা, আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেনি! আজ হচ্ছে! সামাজিক, পারিবারিক ট্যাবু ভেঙে মেয়েরা আজ ডানা মেলতে শিখছে! ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া, নিজের দেশের মানুষকে ঘেন্না করতে শেখা ১০ ভাগ সুবিধাভোগী বাঙালির বাইরেই গোটা পশ্চিমবঙ্গ। তাকে বুঝতে শিখুন! যে সুবিধাভোগী অংশ এই উত্থান মেনে নিতে পারছেন না, তাঁদের ভণ্ড এলিটিজমে গ্যামাক্সিন দেওয়ার নাম তৃণমূল কংগ্রেস! এই গ্যামাক্সিন ছিটিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে, চলবে!

জয় বাংলা! জয় বাঙালি!

উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্র হয়েছে এমন ২১০৬টি স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন বন্ধ থাকবে। তবে দুপুর ১২.৩০টা থেকে নবম ও দশম শ্রেণির ক্লাস যথারীতি চলবে

বিকেলে ভবানীভবনে গিয়ে পুলিশ কর্মীদের মিষ্টিমুখ করালেন মুখ্যমন্ত্রী

আপনারা আছেন বলেই আমরা নিরাপদ পুলিশ দিবসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফিরহাদ

প্রতিবেদন : পুলিশ দিবস উপলক্ষে সোমবার বিকেলে ভবানী ভবনে গিয়ে পুলিশকর্মীদের নিজে হাতে মিষ্টি তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম-সহ শীর্ষ পুলিশকর্তারা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেট পেয়ে আপ্লুত পুলিশকর্মীরা। অন্যদিকে, পুলিশ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা পুলিশকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন শহরের মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে সরব হলেন সবসময় পুলিশের ভুল-ত্রুটি খুঁজতে থাকা একশ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে। মন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, পুলিশ সর্বদা সতর্ক! কিন্তু একশ্রেণির ছিদ্রান্বেষী মানুষ সবসময় পুলিশের ভুলের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু পুলিশ আছে বলেই আমরা নিরাপদে আছি। সুতরাং সমালোচনা করুন, কিন্তু সেটা যেন গঠনমূলক হয়। যাঁরা ভুল খুঁজে বেড়ান, তাঁরা রাজ্যের ভাল চান না।

এদিন রবীন্দ্র সরোবরের নজরুল মঞ্চে 'পুলিশ দিবস' উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলকাতা পুলিশ ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেন্ট্রাল কমিটির উদ্যোগে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, শহরবাসীর নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা পুলিশ সর্বদা সতর্ক রয়েছে। আমরা যে আমাদের বাড়িতে নিরাপদে থাকি, সেটা কিন্তু পুলিশ আছে বলেই সম্ভব। যেমন দেশের সুরক্ষা আর্মির হাতে, তেমনই পুলিশ আছে বলেই আমরা নিরাপদ। কিন্তু একশ্রেণির মানুষ সবসময় পুলিশের ভুলের অপেক্ষায় থাকে। এক-আধটা ভুল হয়ে গেলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পুলিশকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়। যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন, তাঁরা কখনও সমাজের বন্ধু হতে পারেন না। সমালোচনা করলে গঠনমূলক সমালোচনা করুন।

■ পুলিশ দিবস। ভবানী ভবনে মিষ্টি বিতরণে মুখ্যমন্ত্রী। পাশে নজরুল মঞ্চে কলকাতা পুলিশের অনুষ্ঠানে মহানাগরিক।

গ্রন্থাগার দিবস

প্রতিবেদন : রবিবার চন্দননগর সংশোধনাগারে পালিত হল সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস। চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে সংশোধনাগারে গ্রন্থাগার পরিষেবা চালু আছে। এদিন সংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে দিয়ে সেরা পাঠক বেছে নেওয়া হয়। একজন আবাসিক সাত মাসে ১০৬টি বই আর একজন ৯৪টি বই পড়েছেন, তাঁদের পুরস্কার ও সম্মাননা দেওয়া হয়। এদিন ৫১ জন আবাসিক বই নিয়েছেন। ছিলেন স্থানীয় মেয়র রাম চক্রবর্তী, জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কবি ও লেখক ডাঃ সুবীর মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখিকা সুচন্দ্রিতা ঘোষাল চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। দিনটির তৎপর্য নিয়ে ছিল আলোচনা।

সরাসরি সংঘাত

প্রতিবেদন : এবার সরাসরি সংঘাতে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা ও তাঁর নামাঙ্কিত মঞ্চের সদস্যরা। আন্দোলনকে বামেদের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মঞ্চের সদস্যদের রোষানলে পড়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরি মঞ্চের তরফে দাবি, ওঁদের কথাবার্তার কোনও সারবত্তা নেই।

৩৪ বছরের তালিকা প্রকাশ করুন, চ্যালেঞ্জ সিপিএমকে

প্রতিবেদন : সাহস থাকলে ৩৪ বছরের নামের তালিকা প্রকাশ করুক সিপিএম। সিপিএম বলুক, গত ৩৪ বছরের রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটির নেতা আর তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নাম। তাহলেই দেখবেন কতজন সরকারি চাকরি নিয়ে বসে আছে। সোমবার সিপিএমকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল তৃণমূল। তৃণমূল ভবনে এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে দলের মহিলা সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ একযোগে সিপিএম-বিজেপিকে নিশানা করেন।

কুণাল বলেন, বাম আমলে তো কোনও নিয়মই ছিল না। ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি থেকে নিয়োগ হয়ে যেত। লোকাল কমিটির রিকোয়েস্টে চাকরি হয়ে যেত। তাই সিপিএম ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে জ্ঞান দেবে, মানব না। সিপিএমের জমানায় হোলটাইমার অথচ তাঁর বাড়িতে সরকারি চাকরি নেই, এমন একটা নাম দেখানো কঠিন। প্রতিটা বাড়িতেই সরকারি চাকরি। আর বিজেপি? ব্যাপম কেলেঙ্কারি করে সব শেষ করে দিয়ে এখানে এসে জ্ঞান দেবে, তা কেন মানব? তারপর ত্রিপুরায়। বাম জমানায় গোটা প্যানেল ১০৩২৩ জনের চাকরি গিয়েছিল। বিজেপি বলেছিল, আমরা ক্ষমতায় এসে সব ঠিক করে দেব। তারপর বিজেপি কিছুই ঠিক করতে পারেনি। এখানে বাম-বিজেপি হাত ধরাধরি করে আদালতে গিয়ে চাকরিতে বাধা দিয়ে জটিলতা তৈরি করছে।

■ ৯১ নং ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি। রয়েছেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

ভাষাসন্ত্রাস, বাংলাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব আনল তৃণমূল

প্রতিবেদন : বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব আনল তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভার কার্যবিবরণীর ১৬৯ ধারা অনুযায়ী এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার দু'ঘণ্টা করে মোট চার ঘণ্টা ওই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে। শেষদিনের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মাতৃভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে বাংলা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। ১৯৫০ সালে সংবিধান চালুর পর থেকেই অষ্টম তফসিলে বাংলা অন্তর্ভুক্ত। ২০১১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.০৩ শতাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের বরাক উপত্যকায় সরকারি ভাষা বাংলা হলেও ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, মেঘালয়, মিজোরাম, দিল্লি, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাভাষী মানুষের বাস। প্রস্তাবে অভিযোগ তোলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর শারীরিক আক্রমণ ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে কাজ করা পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' বলে অপমান করা হচ্ছে, জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে এবং পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগও উঠে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা হচ্ছে। শাসক তৃণমূলের অভিযোগ, দেশের বৃহত্তম শাসক দল এ ধরনের প্রবণতাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে। বাংলাভাষীদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে। প্রস্তাবে এই ধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে, বাক্-স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ।

রিপোর্ট তলব

প্রতিবেদন : ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট দেখিয়ে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের খুঁজে বার করতে তৎপর স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের কাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ-সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজকে ই-মেল মারফত জানানো হয়েছে, কোথায় কতজন ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে ভর্তি হয়েছে, দু'দিনের মধ্যে তার বিস্তারিত তথ্য পাঠাতে হবে। স্বাস্থ্য দফতর জানাচ্ছে, প্রাথমিক তদন্তের পর দোষ প্রমাণিত হলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া নিষিদ্ধ মন্ত্রী ও বিধায়কদের দেহরক্ষীদের প্রবেশ

প্রতিবেদন : রাজ্য বিধানসভায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সিদ্ধান্ত, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ক দেহরক্ষী নিয়ে আর বিধানসভায় ঢুকতে পারবেন না। বিধানসভা চত্বরের বাইরে দেহরক্ষীদের রেখে তবেই প্রবেশ করতে হবে। তিনি জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে, কারণ তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা কোনও অস্ত্র নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন না। লোকসভা এবং দেশের অন্যান্য বিধানসভাতেও একই নিয়ম চালু রয়েছে। বিরোধী বিধায়কদের মামলার প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ। আদালত জানতে চেয়েছিল, তৃণমূল বিধায়করা দেহরক্ষী নিয়ে ঢুকতে পারলে বিরোধী বিধায়কেরা কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান নিয়ে ঢুকতে পারবেন না।

■ তন্তুজের শোরুমের উদ্বোধনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্বপন দেবনাথ, তাজমুল হোসেন ও অন্যরা।

রাজ্য

2 September, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাসনাবাদ থানার আবাদ খড়গপুর এলাকায় ভেড়ি থেকে দেহ উদ্ধার। মৃতের নাম সইফুদ্দিন গাজি। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। কীভাবে মৃত্যু তদন্তে পুলিশ

শারদোৎসবের আগেই বালিকে জঞ্জালমুক্ত করা লক্ষ্য রানার

দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন পুরপ্রশাসক

সংবাদদাতা, হাওড়া : ৭ দিনের মধ্যে বালি পুর এলাকায় সমস্ত জমা জঞ্জাল সাফাই করা হবে। পুজোর আগে পুরোপুরি জঞ্জালমুক্ত বালি গড়ে তোলা হবে। সোমবার বালির জঞ্জাল সাফাই বিভাগের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠকে এমনটাই লক্ষ্য বেঁধে দিলেন সদ্যনিযুক্ত পুর প্রশাসক ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়। এদিন পুরসভার জঞ্জাল বিভাগের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, সহকারী স্যানিটার ইন্সপেক্টর-সহ জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে রানা চট্টোপাধ্যায় বলেন, জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে কোনও খামতি রাখা চলবে না। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জঞ্জাল তুলতে হবে। এই ব্যাপারে সহকারী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পদমর্যদার একজন অফিসার দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত কাজের তদারকি করবেন। এই কাজে নজরদারি চালানোর সময় দফতরের সমস্ত অফিসার ও পুর আধিকারিকদের নিয়ে পুর প্রশাসক একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও খুলেছেন। সেখানে এই সংক্রান্ত কাজের নিয়মিত ছবি-সহ আপডেট দিতে হবে। এই গ্রুপটি প্রশাসক নিজেই নজরদারি চালাবেন। বালির পুর প্রশাসক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায় বলেন, ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত জমা জঞ্জাল সাফ করা হবে। এই ব্যাপারে ৭ দিন পরে আগামী সোমবার আমরা রিভিউ মিটিং করব। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। এর পাশাপাশি শারদোৎসবের আগে পুরোপুরি জঞ্জালমুক্ত বালি গড়ে তুলতে আমরা এখন থেকেই ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছি। ময়লা তোলার জন্য ১৩টি বড় গাড়ি শীঘ্রই নামানো হচ্ছে। নিয়মিত জঞ্জাল সাফাইয়ের ব্যাপারে বিশেষ নজরদারি চালানো শুরু হচ্ছে। জঞ্জালমুক্ত বালি গড়ে তুলতে পুরসভার এই উদ্যোগে বেজায় খুশি এলাকার মানুষ।

■ জঞ্জাল সাফাই বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বালির নবনিযুক্ত পুর প্রশাসক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

সুন্দরবনের শিবিরে অভিযোগ জানালেই মিলছে ফুল-মিষ্টি

সংবাদদাতা, বসিরহাট : অভিযোগ জানালে মিলছে ফুল-মিষ্টি। সুন্দরবনের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে অভিনব ছবি। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান মডেল ক্যাম্পে অভিযোগকারীদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে সংবর্ধনা। সুন্দরবনে অভিনব উদ্যোগ প্রশাসনের। বসিরহাটের সুন্দরবনের হাড়োয়া ব্লকের শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্দুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে এলাকার রাস্তা খারাপ, পানীয় জলের খারাপ কল ও বিদ্যালয়ের একটা অংশ খারাপ এই নিয়ে অভিযোগ করতে এলে অভিযোগকারীদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে তাদের নিয়ে সমস্যা সমাধানের স্কিম তৈরি করলেন প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। ঐ পঞ্চায়েতের ২২, ২৮ ও ২৯ নং বুথ জুড়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই মডেল ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অতনু ঘোষ, শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফেরদৌসি খাতুন বিবি ও উপপ্রধান অবনী মণ্ডল-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি। এই মডেল ক্যাম্প থেকে সমস্যা সমাধান হওয়ার পাশাপাশি ফুল পেয়ে ও মিষ্টি মুখ করে খুশি সুন্দরবনবাসীরাও। ওই ক্যাম্পে পরিষেবা নিতে

আসা ওই পঞ্চায়েতেরই বাসিন্দা তথা আইএসএফ কর্মী রাজু মোল্লা বলেন, ''এখানে কোনও রাজনৈতিক রঙ দেখা হচ্ছে না। সিপিএম-তৃণমূল-আইএসএফ সবাইকে একইভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যা সত্যিই প্রশংসনীয়। এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।'' শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি তরিকুল ইসলাম বলেন, যে কেউ এখানে এসে তাঁদের অভাব অভিযোগ করলেই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ফুল ও মিষ্টি। অভিযোগ যত সামনে আসবে তত আমরা সেই সমস্যা সমাধানের অনুপ্রেরণা পাব। তাই এখানে কোনওরকম রাজনৈতিক রং না দেখে সিপিএম-আইএসএফ-বিজেপি-তৃণমূল— সকলকেই একইভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে হাবড়াবাসীর

সংবাদদাতা, হাবড়া : বছর শেষ হওয়ার আগেই একাধিক উন্নয়ন অপেক্ষা করছে হাবড়াবাসীর জন্য। একদিকে যেমন জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে এই এলাকার মানুষ, তেমনই বছর শেষের আগেই হাবড়াবাসী পেতে চলেছে আধুনিক ইলেকট্রিক চুল্লি। সঙ্গে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ হবে বলেও জানিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে স্তব্ধ ছিল হাবড়ার উন্নয়ন। এবার সেই কাজ শুরু হল জোর গতিতে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, বাণীপুর শ্মশানঘাট তৈরি হচ্ছে। প্রায় শেষ পর্যায়ে নির্মাণকাজ। এই অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক চুল্লির ফলে হাবড়া-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই পরিষেবা চালু হবে বলে জানিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়বাবু। চুল্লি চালনার জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করতে অশোকনগর থেকে হাবড়া হয়ে দেগঙ্গা পর্যন্ত যে পাইপলাইন রয়েছে, তার মাধ্যমেই একটি ছোট ক্যানেল তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। সেখান থেকেই জল সরবরাহ করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে সেচমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে এবং বিদ্যাধরী প্রোজেক্টের আওতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া শীঘ্রই বিশেষজ্ঞ দল ওই এলাকা পরিদর্শনে আসবেন। পদ্মা খাল সংস্কারের জন্য ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। খালের সংস্কার হলে হাবড়া শহরের জল নাংলার বিলে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে নদীপথে জল বেরিয়ে যাবে।

■ প্রকল্পের কাজ দেখছেন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

হরিদেবপুর বাজারে খুন

প্রতিবেদন : ফের রাতের অন্ধকারে খুন কলকাতায়। সোমবার সাতসকালে হরিদেবপুরের কবরডাঙা মাছবাজারে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের রক্তাক্ত দেহ। এদিন দোকান খুলতে এসে বাজারের ব্যবসায়ীরাই প্রথম সেই দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরাও। নিয়ে আসা হয় স্নিফার ডগও। স্থানীয়দের দাবি, বাজার এলাকায় কাগজ কুড়ানোর কাজ করতেন ওই যুবক। ভারী কিছু দিয়ে তাঁর মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে। নিহতের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পরিচয় জানতে মৃতের ছবি পাঠিয়ে বিভিন্ন থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত, মাছবাজারেই খুন করা হয়েছে নাকি অন্যত্র খুন করে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে, সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আইএসএফের জামানত জব্দ করার ডাক দিলেন শওকত

সংবাদদাতা, ভাঙড় : ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের শাকসার অঞ্চলে বিজেপি ও আইএসএফের বিরুদ্ধে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। হাজার হাজার মহিলা কর্মী-সমর্থকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের শেষে আয়োজিত সভা থেকে বিরোধীদের কড়া হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। তিনি অভিযোগ করেন, আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ও আব্বাস সিদ্দিকি বিজেপির দালাল। শওকত মোল্লা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী বিধানসভা ভোটে ভাঙড়ে আইএসএফের জামানত জব্দ করে এবং শিকড় উচ্ছেদ করে ফুরফুরায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এদিনের সভাতেই ডিওয়াইএফআই জেলা কমিটির সদস্য তাজউদ্দিন মল্লিক শওকত মোল্লার হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

রক্তমাখা স্কুটির পাশেই মৃতদেহ

সংবাদদাতা, হুগলি : পরিত্যক্ত ডোবা থেকে উদ্ধার মৃতদেহ। তার অদূরেই রাখা রক্তের দাগ লাগা হলুদ স্কুটি। আর এই দেখেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে খুনের সন্দেহ। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির চণ্ডীতলায়। এই ঘটনায় খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে মৃতের দ্বিতীয় স্ত্রী-সহ বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে। রবিবার রাতে হুগলির চণ্ডীতলার হাটপুকুর এলাকায় উদ্ধার হয় এক যুবকের মৃতদেহ। মৃতের নাম শ্রীমন্ত কোড়া (৪৯)। হুগলির পাণ্ডুয়ার চাঁদপুরের বাসিন্দা। বছর তিনেক আগে পাণ্ডুয়ারই টুম্পা ক্ষেত্রপালের সঙ্গে বিয়ে হয় শ্রীমন্তর। দু'জনেরই আগের পক্ষের দুটি করে সন্তান। রবিবার রাত আটটা নাগাদ নবাবপুর জনাই রোডের পাশে একটি হলুদ রঙের স্কুটি দাঁড়িয়ে ছিল। স্কুটির গায়ে রক্ত লেগে থাকায় ঘনীভূত হয় রহস্য।

দক্ষিণে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : মেঘের দেখা হালকা মিললেও ফের মুখ ভার হতে চলেছে আকাশের। আবার সক্রিয় হবে মৌসুমী অক্ষরেখা। দোসর হতে চলেছে নিম্নচাপ। ফলে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় নিম্নচাপ সক্রিয় হতে পারে। যার জেরে মঙ্গলবার থেকে তিনদিন দক্ষিণের সাত জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল হবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রতিবেদন : মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল নবম শ্রেণির অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার। ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার পুনরায় সুযোগ দেওয়া হবে। প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, যে সমস্ত স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের এখনও রেজিস্ট্রেশন করানো হয়নি তারা ওই দুই দিনের মধ্যে যেন রেজিস্ট্রেশন করে নেয়। এর জন্য লেট ফি ১০০ টাকা করে লাগবে বলেও জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। এছাড়াও যে সমস্ত স্কুল তাদের পড়ুয়ারাদের ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছেন তাদের জন্য পরে যাবতীয় তথ্য সংশোধন করার আরও একটি সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। গত বছর থেকে নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে করা হচ্ছে। এর ফলে গোটা বিষয়টি আরও স্বচ্ছ ও সরলীকরণ হবে বলেই মত পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি স্কুল তাদের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের নাম পর্ষদের ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত করবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। www.wbbsedata.com পোর্টালিটিতে হবে রেজিস্ট্রেশন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 September, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

বিদ্যুতের বেড়ার সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হল হাতির। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সুপারি বাগানের মালিককে আটক করেছে বন দফতর। আলিপুরদুয়ারে ঘটনা

রাজ্যের উদ্যোগে ২০ শতাংশ বোনাস পেয়ে খুশি চা-শ্রমিকরা

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং শ্রম দফতরের উদ্যোগে চা-শ্রমিকদের বোনাস বৃদ্ধি হয়েছে ২০ শতাংশ। যা বোনাস আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ। সোমবার সেই সর্বোচ্চ বোনাস পেলেন শ্রমিকরা। পুজোর অনেক আগেই পয়লা সেপ্টেম্বর একশো শতাংশ শ্রমিককে বোনাস প্রদান করে নজির গড়ল আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝের ডাবরি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। এদিন আগাম বোনাস প্রদানের খবরে বাগান জুড়ে ছিল খুশির হওয়া। সকালবেলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিকরা ভিড় করেন বাগানের অফিসের সামনে। স্থায়ী, অস্থায়ী শ্রমিক, সাব স্টাফ সকলকেই এদিন

■ সর্বোচ্চ বোনাস পেয়ে খুশি চা-শ্রমিকরা।

২০ শতাংশ হারে বোনাস প্রদান করা হয়। যদিও সকলকেই অনলাইনে বোনাস প্রদান করা হয়, তবুও সকলের অ্যাকাউন্ট-সহ সমস্ত কাগজপত্র ঠিকমতো দেখে নিয়ে বোনাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই প্রসঙ্গে মাঝের ডাবরি চা-বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে আমরা সমস্ত চা-বাগান কর্মীদের ২০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস, পুজোর একমাস বাকি থাকতেই প্রদান করলাম। শ্রমিকরা এত আগে পুজো বোনাস পেয়ে খুশি। প্রসঙ্গত, গত ২২ অগাস্ট শুক্রবার নবমহাকরণের শ্রম দফতরে মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে চা-শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে বৈঠক হয়। ছিলেন শ্রমসচিব অবনীন্দ্র সিং-সহ ৫টি অ্যাসোসিয়েশনেরই কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করেন। চা-বাগানের বৈঠক শেষে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন চা-শ্রমিকরা সর্বোচ্চ বোনাস পাক। শ্রম দফতর এটি সফল করতে পেরেছে। আক্ষেপ মিটল। এরপরই ১ সেপ্টেম্বর থেকেই বাগানে সর্বোচ্চ বোনাস দেওয়া শুরু হয়।

■ লেবং রোডে রায়ভিলা। এখানেই হবে ক্লাস।

দরিদ্রশ্রেণির শিশুদের জন্য স্কুল গড়ছে রামকৃষ্ণ মিশন

কায়েশ আনসারি ● দার্জিলিং

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের প্রতি কোনায়। আচার, নিষ্ঠার সঙ্গে বেড়ে উঠুক প্রতিটি শিশু। শিখুক মূল্যবোধ। এই বিষয়টি ভেবেই রামকৃষ্ণ মিশনের মহৎ উদ্যোগ। পাহাড়ের বুকে গড়ে উঠছে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের শিশুদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। আগামী বছর থেকেই দার্জিলিংয়ে চালু হবে এই স্কুল। প্রাথমিকভাবে নাসারি ও আপার কেজি। পরবর্তীতে অন্যান্য শ্রেণি চালু করারও ভাবনার কথা জানালেন দার্জিলিং রামকৃষ্ণ মিশনের সেন্টার প্রধান স্বামী মহাতপানন্দ। তিনি বলেন, শুধু আধুনিক পঠন-পাঠন নয়, ইংরেজি মাধ্যম এই স্কুলে শিশুরা শিখবে মূল্যবোধ, সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বও বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শেখানো হবে তাদের। কারণ শিশুরাই হল সমাজের ভবিষ্যৎ। প্রত্যেকটি শিশুই যদি সুন্দর শিক্ষা পেয়ে বড় হয় তাহলে সমাজ হবে সুন্দর। রামকৃষ্ণ মিশনের এই স্কুলটি দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে রায় ভিলায় হবে। সঙ্গে থাকবে মিশনও। এই বাড়িটি ইতিহাসে সাক্ষী। এখানে ভগিনী নিবেদিতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এই স্কুলে ভর্তির জন্য ন্যূনতম একটি ফি দিতে পড়ুয়াদের। শীতের ছুটির সময় দুই মাস শিশুদের যে বিশেষ পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হবে সেই ফিতে ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন পাহাড়ের বাসিন্দারা।

শিবিরের এক মাস পুর্তি

■ মঞ্চে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

শিলিগুড়ি : আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান-এর একমাস পুর্তি উপলক্ষে সোমবার বিশেষ অনুষ্ঠান হল শিলিগুড়িতে। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ-সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দিক তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে এই কর্মসূচির কার্যকারিতা নিয়েও আলোচনা হয়।

ওয়াটার এটিএম-সহ একাধিক প্রকল্পের সূচনা হল কোচবিহারে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নকাজ। সোমবার কোচবিহারে একাধিক প্রকল্পের সূচনা হল। তুফানগঞ্জে চালু হল ওয়াটার এটিএম। মাত্র ৫ টাকায় ২ লিটার ও ১০ টাকায় ৫ লিটার ঠান্ডা বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাবে। তুফানগঞ্জ হাসপাতালের কাছে চালু হয়েছে এই প্রকল্প। তুফানগঞ্জ হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁর পরিবারের আত্মীয়রা পানীয় জল পানের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি তুফানগঞ্জ শহরের নাগরিকরাও এই পরিষেবা পাবেন। এছাড়াও এদিন তুফানগঞ্জ হাসপাতালে তুফানগঞ্জ শহরের সাধারণ মানুষদের জন্য ও হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবারের জন্য মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে মা ক্যান্টিনের প্রকল্প চালু হয়েছে। সোমবার ক্যান্টিনের সূচনা করেন তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ইশোর ও ভাইস চেয়ারম্যান

■ ওয়াটার এটিএম-এর সূচনা অনুষ্ঠান।

তনু সেন ও কাউন্সিলররা। চেয়ারপার্সন বলেন, পানীয় জল ও মা ক্যান্টিন প্রকল্পে মানুষ উপকৃত হবেন। এর জন্য ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে। মা ক্যান্টিন চালুর প্রথম দিনে চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলররা নিজেরা ক্যান্টিনে আসা অতিথিদের খাবার বেড়ে দেন।

মালদহে নাবালিকা খুনে প্রেমিকের যাবজ্জীবন সাজা

সংবাদদাতা, মালদহ: নাবালিকাকে নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় প্রেমিককে দোষী সাব্যস্ত করল মালদহ জেলা আদালত। ১৩ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে প্রেমিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিলেন মালদহ জেলা আদালতের পকসো কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা। আইনজীবী অসিতবরণ বোস জানান, নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় বাবা ও ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। প্রমাণ লোপাটে মৃতদেহে ইট বেঁধে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনায় ১৩ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে সোমবার মালদহ জেলা আদালত সামিম আক্তারকে দোষী সাব্যস্ত করে ও তার বাবাকে বেকসুর খালাস করে। পকসো কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা সামিম আক্তারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। ওই টাকা নাবালিকার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে।

সিলিংয়ে ঝুলছে ১৭ ফুটের অজগর!

■ সাপটি উদ্ধার করছে বনদফতর।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: প্রত্যেকদিনের মতোই স্বাভাবিকভাবেই চলছে দোকান। আসছেন ক্রেতারা। হঠাৎ খুটখাট শব্দ। লোহার দোকানের মালিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দোকানের স্টোর রুমে যান। চারিদিক ভাল করে দেখেন। কিছুই চোখে পড়েনি। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। টিনের চালের লোহার পাইপের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে মস্তবড় অজগর! সোমবার সকালে ৩ নম্বর রেল ঘুমটি এলাকার একটি লোহার দোকানের ঘটনা। চোখের সামনে দৈত্যাকৃতির সাপ দেখে একপ্রকার ভিরমি খেয়ে মেঝেতে পড়েন দোকানের মালিক। তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। আসেন পশুপ্রেমী অঙ্কুর দাস। তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অজগরটিকে উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দেন। পরে অজগরটিকে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কাজ করে না বিজেপি ভুগছে এলাকার মানুষ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মানুষকে ঠকিয়ে ভোট লুঠ করে কাজ করে না বিজেপি। তার ফল ভুগতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। বহুদিন ধরে প্রধানের কাছে আবেদন জানালেন হয়নি রাস্তা। বেহাল রাস্তায় আটকে গেল অ্যাম্বুল্যান্স। কাদাজল পেরিয়ে পরিবারের সদস্যদের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরতে হল রোগীকে! ধূপগুড়ি মহকুমার গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কাঠুলিয়া এলাকা উন্নয়নের বদলে আজও অন্ধকার যুগের প্রতিচ্ছবি। তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মনারায়ণ রায় বলেন, একের পর এক অনিয়মের ফলে ২০২৬-এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিজেপি।

■ বালুরঘাটে পুলিশ দিবস পালন। এদিনের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির পতাকা উত্তোলন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। ছিলেন ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ প্রমুখ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 September, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পুরস্কৃত পুলিশ

■ পুলিশ দিবসে বীরভূম জেলার সফল পুলিশকর্মীদের পুরস্কৃত করলেন স্বয়ং পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ।

■ কুলটি থানার সাঁকতোরিয়া ফাঁড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে ৫০টি ক্লাবকে ফুটবল উপহার দিলেন ফাঁড়ির ইনচার্জ এবং প্রাক্তন বিধায়ক তথা কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। ফুটবল পেয়ে ক্লাবগুলির পক্ষ থেকে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

মহিলার গলাকাটা দেহ

■ রাস্তার ধার থেকে এক মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার হল বুদবুদের মারো গ্রামে। নাম জোৎস্না বাগদি, বয়স ৩৬ বছর। রবিবার রাতে জাতীয় সড়ক থেকে মারোগ্রামে ঢোকার রাস্তায় ফাঁকা জায়গায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার বাড়ি বাগদিপাড়ায়। এই ঘটনায় এক টোটোচালক-সহ আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে বুদবুদ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে কাঁকসার এসিপি সুমনকুমার জয়সওয়াল তদন্তে গিয়েছিলেন। জানিয়েছেন, ওঁর স্বামীর কয়েক বছর আগে মৃত্যু হয়। দুই সন্তানকে নিয়ে একাই থাকতেন।

স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুতে

■ সম্প্রতি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে পাঁশকুড়া থানার মাগুরি জগন্নাথচক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ অফিসার(সিএইচও) সুস্মিতা সামন্তের। সেই ঘটনায় জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন নার্স ইউনিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার সদস্যরা। সোমবার দুপুর থেকে এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায়। দাবি, অতিরিক্ত কাজের জন্য তাঁদের মানসিক নির্যাতন করা হয়। সুস্মিতা আগে থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দীর্ঘক্ষন চলে অবস্থান বিক্ষোভ।

জেলায় জেলায় বিরোধী দল থেকে বিপুল হারে যোগদান তৃণমূলে

ঘাটালে আরও শক্তিশালী দেবের হাত, এলেন বিজেপি বুথ সভাপতি

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বিজেপির বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে একাধিক কর্মী-সমর্থক। ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবের গড়ে আরও শক্তিশালী হল তৃণমূল।

এই যোগদান শিবিরে হরিদাসপুরের বিজেপির বুথ সভাপতি-সহ প্রায় ১৮ জন বিজেপির সক্রিয় কর্মী যোগদান করলেন তৃণমূলে। আজবনগর ১ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মীদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন ঘাটাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মাঝি।

■ যোগদানকারীরা তৃণমূলের পতাকা নিচ্ছেন দিলীপ মাঝির থেকে।

যোগদান শিবিরে ঘাটাল বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের এক কাকাও যোগদান করলেন তৃণমূলে।

এই যোগদান বিষয়ে ঘাটালের ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মাঝি বেশি কিছু না বললেও জানান, ২০২৬-এ ঘাটাল থেকে তৃণমূল প্রতীকে দাঁড়ানো প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা এটাই আমাদের লক্ষ্য।

বিষ্ণুপুরে বিজেপির বুথ সভাপতি-সহ ১০০ পরিবার

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের উলিয়াড়া ৭৯ নং বুথ এবং ছিলিমপুর ৭৫ নং বুথ থেকে বিজেপির বুথ সভাপতি-সহ প্রায় ১০০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্তের হাত ধরে। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই বিষ্ণুপুর বিধানসভায় বিজেপি জয়লাভ করে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই যোগদান তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। বিজেপির ৭৯ নম্বর বুথ সভাপতি বিদ্যুৎ বাউড়ি ও অন্য যোগদানকারীরা জানান, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি করেন। তবে বিজেপি এলাকার কোনও উন্নয়ন করেনি। তাই উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতে এই যোগদান। সুব্রত বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, কিছুদিন আগেই তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের স্ত্রীকে যোগদান করিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কোনও প্রাক্তন নয়, বিজেপির বর্তমান নিয়ে ভাবে। তাছাড়া তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির পুরনো কর্মীরা প্রাক্তন হয়ে গিয়েছে।

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা সুব্রত দত্তের।

৮ কোটি টাকায় হলদিয়ায় বার্ন এবং আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু

সংবাদদাতা, হলদিয়া : প্রায় আট কোটি টাকা খরচে শিল্পশহর হলদিয়ায় চালু হল বার্ন ও আইসোলেশন ওয়ার্ড। সোমবার এই বিশেষ ওয়ার্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। হলদিয়া রিফাইনারির সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পে এই দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। সোমবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায়, হলদিয়া রিফাইনারির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অতনু সান্যাল প্রমুখ। হলদিয়ায় বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দেখা গেছে অগ্নিদগ্ধ রোগীকে গ্রিন করিডর করে কলকাতা নিয়ে যেতে হত। তাতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। রোগীর সংকট বাড়ত। তা থেকে নিস্তার পেতে হলদিয়া রিফাইনালির তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই বার্ন ইউনিটটিকে জরুরি ও পর্যবেক্ষণ বিভাগ হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায় বলেন, সেপ্টেম্বরের পর নতুন ভবনটি আমাদের হস্তান্তর হয়ে যাবে। এরপর এই ভবনে একটি জরুরি এবং একটি পর্যবেক্ষণ বিভাগ থাকবে।

বন্যাদুর্গতদের পোশাক পুলিশের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : এখনও ঘাটালের বেশকিছু এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে নামেনি বন্যার জল, দুর্গত মানুষদের পাশে জেলা পুলিশ। পুলিশ দিবসে ঘাটালে বন্যাদুর্গত মানুষদের নতুন পোশাক দেওয়া হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। পুজোর আগে পুলিশ দিবসে ঘাটালের মনসুকার চড়কতলায়, সুলতানপুরের একচেলে মোড় সহ ইড়পালা এলাকায় প্রায় দশ হাজার মানুষকে নতুন পোশাক দেওয়া হল জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। ছিলেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ও অন্যরা।

এক ফোনে পৌঁছে যাবে জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা এবার এক ফোনে পর্যটকদের কাছে পৌঁছে যাবে দিঘা জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ। ইতিমধ্যে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে এই প্রসাদ পৌঁছনোর যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে। এক-দু'দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে কাজ। ফোন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি বুকিং করা যাবে মহাপ্রসাদ। তা পর্যটকদের হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। গত রাধাষ্টমীর দিন থেকে জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদের মেনু তালিকায় বেশ কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে। সেগুলিও কিনতে পারবেন পর্যটকরা। মন্দির সূত্রে খবর, আটটি মেনু থাকছে মহাপ্রসাদে। পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রসাদ ডেলিভারি করা হবে দিঘার হাতেগোনা কয়েকটি হোটেলে। এরপরে ধীরে ধীরে দিঘার সমস্ত হোটেলে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বুকিং করলে, সেই দিনই বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। আবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে বুকিং করলে তা পৌঁছবে পরের দিন সকালে। বুকিংয়ের নম্বর ৯০৫৯০৫২৫৫০। মহাপ্রসাদের মেনুতে থাকছে খিচুড়ি ভোগ, মিষ্টি, পেঁড়া, পুরি ভাজি। থাকছে বৈকালীন, স্পেশাল বৈকালীন, সান্ধ্য এবং স্পেশাল সান্ধ্য মহাপ্রসাদ। দাম ৫০ টাকা থেকে ১৫০। ডেলিভারি চার্জ শুরু ১০ টাকা থেকে। প্রধান পুরোহিত রাধারমন দাস বলেন, দিঘার মধ্যে পর্যটকেরা যেখানেই বলবেন সেখানেই মহাপ্রসাদ পৌঁছে যাবে। দু-একদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে এই পরিষেবা।

উল্লেখ্য, দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর থেকেই পর্যটকদের জোয়ার। তবে জগন্নাথধামে এখনও বসে প্রসাদ খাওয়া চালু হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে যাতে হোটেলে আপাতত পর্যটকেরা মহাপ্রসাদ খেতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাজে লাগানো হবে। চাহিদা অনুযায়ী প্রসাদের পরিমাণ বাড়ানো হবে। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার নীলাঞ্জন মণ্ডল বলেন, জগন্নাথধামে ভক্তদের বসে প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাই প্রসাদ ডেলিভারির ব্যবস্থা করছি। এটি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি হোটেলকে নিয়ে চালু করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় নয়ানজুলি থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার। নাম অর্দ্ধেন্দু পাহাড়ি (১৯)। পেশায় ভ্যানচালক। এগরার মল্লিকপুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহের মাথায় এবং গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে

আমার বাংলা
2 September, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

বাংলা বলায় ওড়িশা ও হরিয়ানায় হেনস্থা শ্রমিকদের, পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, নন্দকুমার : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোয় বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার চলছেই। ওড়িশায় আবার আক্রান্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারের এক পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলা বলায় হরিয়ানায় হেনস্থা করা হল বাংলার শ্রমিককে। দুটি ঘটনাতেই আক্রান্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। চার বছর ধরে ওড়িশার বরগড় জেলার নগেলপল্লি এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন নন্দকুমারের শীতলপুর পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের মোস্তফা আলি। গত মঙ্গলবার ওড়িশার বরদা রেল স্টেশনে এক ব্যক্তিকে ট্রেনে তুলতে গিয়ে বাংলায় কথা বলায় তাঁকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। জ্ঞান হারান তিনি। স্টেশন থেকে কিছুটা দূরেই ঘটনাটি ঘটায় জিআরপিএফ গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে। দু'দিন এক হাসপাতালে আইসিইউতে থাকার পর গত রবিবার বাড়ি ফেরেন মোস্তফা। খবর পেয়েই তাঁর পাশে দাঁড়ালেন নন্দকুমার বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার দে। বলেন, এই ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। বিজেপিকে ধিক্কার জানাই। আমরা ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে আছি।

ওড়িশায় নিগৃহীত শ্রমিক মোস্তফা আলির বাড়িতে তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার।

বসিরহাটের দুই শ্রমিক-ভাইকে আটকে রেখে পুলিশি অত্যাচার চালিয়েছে। দুই সন্তানের চিন্তায় দিন গুনছেন অসহায় বৃদ্ধ মা। বসিরহাটের মাটিয়া থানার উত্তর দেবীপুরের বাসিন্দা দুই ভাই রুবিকুল ও জাফর আলি ক্যাটারিংয়ের কাজ করতে হরিয়ানায় গিয়েছিলেন মাসদুয়েক আগে। এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ হরিয়ানা পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বৃদ্ধ মা তসলিমা বিবি ও স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু বাংলায় কথা বলার জন্য দুই ভাইকে আটকে রেখেছে হরিয়ানা পুলিশ। প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখানোর পরও সুরাহা হয়নি।

কৃষ্ণনগরে নদিয়া খাদিমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শেষে, মেলার স্টল ঘুরে ঘুরে দেখলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সঙ্গে ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির। ওঁরা শাড়ি কিনলেন দরদাম করে।

আমাদের পাড়া শিবিরে সাংসদ কীর্তি আজাদ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ৩৩ নং ওয়ার্ডের ১৭৮, ১৭৯ ও ১৮০ নং তিনটি বুথ নিয়ে তমলা আদিবাসী হিন্দি বিদ্যালয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শন করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শিবির পরিদর্শন করান দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আব্দুল কালাম আজাদ, চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, প্রশাসকমণ্ডলীর রাখি তেওয়ারি, ধর্মেন্দ্র যাদব প্রমুখ। সংসদ বিদ্যালয়টি দেখেন ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বাইরে স্থানীয় ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের কথা শোনেন। ছিলেন উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, অজয় দেবনাথ, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মানিক রুইদাস প্রমুখ।

হাতিদের উপর আগুন ছোঁড়ার ভিডিও ভাইরাল, মামলা রুজু

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : হাতির দল পারাপারের সময় একের পর এক আগুনের হুলা ছোঁড়া হচ্ছে হাতিদের উপর। এমনই ভিডিও দেখে শিউরে উঠছেন মানুষজন। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তির দাবিও উঠছে। হুলার কোনওভাবেই হাতিকে লক্ষ্য করে হুলা যাতে না ছোঁড়া হয় সে নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। তারপরও পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা এলাকায় একের পর এক আগুনের হুলা ছোঁড়া হচ্ছে হাতিদের লক্ষ্য করে, সেই

মেদিনীপুর

ভিডিও ভাইরাল। রূপনারায়ণ বন বিভাগের ডিএফও শিবানন্দ রাম জানিয়েছেন, এটা সম্ভবত গত ২৯ অগাস্ট আমলাগোড়া রেঞ্জের গনগনি এলাকার ঘটনা।

আঘাতে গত বছর অগাস্টে ঝাড়গ্রামে একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল বন দফতর। তারপর থেকে আগুনের হুলা ব্যবহার নিয়ে বন দফতরে একাধিক বৈঠক হয়েছিল। আমরা দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি এবং মামলা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৫টি হাতির একটি দল মেদিনীপুর বন বিভাগ থেকে রূপনারায়ণ বন বিভাগ হয়ে বাঁকুড়ার উদ্দেশে রওনা হয়।

আমন ধানের ভরা মরশুমে বাঁকুড়ায় ২৫ হাতির তাণ্ডব

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : আমনের ভরা মরশুমে ২৫টি হাতি ঢুকে পড়ল বাঁকুড়ায়, রাতভর হাতির তাণ্ডবে বিঘের পর বিঘে জমির ফসল নষ্ট। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর। মাঝে হাতেগোনা কয়েকমাস হাতিমুক্ত ছিল বাঁকুড়া। কিন্তু ফের হাতির দল ঢুকে পড়ল। গতকাল রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে ২৫টি হাতির দল ঢুকে পড়ে বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ রেঞ্জের ফুলবনি মৌজায়। রাতভর তাণ্ডবে ওই মৌজায় ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে বিঘের পর বিঘে জমির ধান। মাস কয়েক আগেই প্রায় আশিটি হাতির একটি দল দফায় দফায় বাঁকুড়া ছেড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফিরেছিল। সেবার শীতকালীন ফসলের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তার মধ্যেই গতকাল রাতে ২৫ হাতির হানা। এখন জেলার সর্বত্রই জমিতে রয়েছে আমন ধান। তাই হাতির দল ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত রাতে হাতির দল তছনছ করে দিয়েছে সীমানাবর্তী ফুলবনি মৌজায় থাকা বিঘের পর বিঘে ধানের জমি। রাতভর পাহারা দিয়েও রক্ষা করতে পারেননি কৃষকরা। হাতি দেখতে এবং তার ছবি ভিডিও করতে রাতেই কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে আসেন ফুলবনিতে। তাতেই বিভ্রান্ত হয়ে হাতির দল তাণ্ডব চালাতে শুরু করে ফসলের জমিতে।

নিয়মিত ক্লাসের দাবি, বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত ক্লাস হয় না দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় এমনই দাবি ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। যে সমস্ত কলেজের অধ্যাপক অনিয়মিত ক্লাস নেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে গর্জে ওঠে। সেই সমস্যার পাশাপাশি সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় গেটের সামনে আন্দোলনে নামল। কারণ ইতিমধ্যেই এই মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের ট্রান্সফার অর্ডার চলে এসেছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, প্রিন্সিপালকে হটানোর জন্য বেশ কিছু শিক্ষক মদত জোগাচ্ছে। আমরা তার প্রতিবাদ করতে আজ অবস্থান বিক্ষোভ করছি। প্রিন্সিপালের ট্রান্সফার অর্ডার প্রত্যাহার করতে হবে, এমনই দাবিতে সকাল থেকে বিক্ষোভে বসেছেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি জানান, প্রিন্সিপাল ছাত্রদরদী, তিনি কলেজের উন্নয়নের জন্য নানা কর্মকাণ্ড করেছেন। তাই তাঁকে রাজনীতির বলি হতে হল।

তাঁর ছবির প্রচারে নেই আবির, ক্ষুব্ধ প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান

প্রতিবেদন : দু'বছর অপেক্ষার পর এ-বছরের পুজোয় প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান তাঁর ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর এখানেই শুরু হয়েছে যাবতীয় সমস্যা। তাঁর ছবির নায়ক আবির চট্টোপাধ্যায় চুক্তিবদ্ধ নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাই এই ছবির প্রচারে তিনি থাকতে পারছেন না। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রযোজক। ২০২৩-এর জানুয়ারিতে নাম ঘোষণা হয়েছিল প্রযোজক ফিরদৌসল হাসানের ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'-এর। ছবির পরিচালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় পিছোয় শ্যুটিং। এরপর ওই বছরের শেষে শ্যুটিং শুরু হয়। ২০২৪-এর পুজোয় 'রক্তবীজ'-এর রিলিজের কারণেই ছবিটির মুক্তি পিছোতে হয়। ২০২৫-এ এই ছবি মুক্তি পাবে ঠিকই কিন্তু প্রচারে নেই আবির। এই প্রসঙ্গে প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান আজ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে। সেখানে হাজির ছিলেন পরিচালক এবং প্রযোজক দু'জনেই। এই প্রসঙ্গে ফিরদৌসুল বললেন, যেখানে

ফিরদৌসল হাসান।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলা সিনেমার জন্য একটা নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে একজন অভিনেতারও দায়িত্ব থেকে যায়। তিনি প্রচারে না-ই আসতে পারেন কিন্তু ছবিটা শেয়ার তো করতেই পারেন। তার জন্য তো চুক্তিভঙ্গের বিষয় নেই। তিনি ছবির কথা নিজে মুখে বলতেও পারতেন। তাও করেননি। আমি মধ্যস্থতা করতেও চেয়েছিলাম কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইনি। আমরা ভালবেসে ভাল সিনেমা করতে নেমেছি। যুদ্ধ করতে আসিনি। সেখানে প্রত্যেকের সহযোগিতাই কাম্য ছিল। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সিদ্ধান্তমতোই মুক্তি পাচ্ছে অনীক দত্ত পরিচালিত ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'।

রাজ্য

2 September, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিহারের ৩৯ বিধানসভায় ২ লক্ষ ভুয়ো ভোটার

আশঙ্কাই সত্যি, তথ্য তুলে ধরে পর্দাফাঁস তৃণমূলের

নির্বাচন কমিশনের প্রতিশ্রুতিই সার! বিহারের প্রায় ১৬ শতাংশ কেন্দ্রে মিলল ডুপ্লিকেট ভোটার। সংখ্যাটা প্রায় ২ লক্ষ। কমিশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তিনমাসের মধ্যে বাদ দেওয়া হবে সব নাম, কিন্তু তা হয়নি। সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য তুলে ধরে কমিশনকে তোপ দাগল তৃণমূল।

■ বিহারে আমাদের গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সংকটের মুখে। **একটি সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ৩৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে, রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো ১,৮৭,৬৪৩টি (১.৮৮ লাখ) ঘটনা চিহ্নিত হয়েছে যেখানে একই নাম এবং একই আত্মীয়ের নাম-সহ ব্যক্তিদের একই বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দু'বার নিবন্ধিত করা হয়েছে।**

■ ১.০২ লক্ষ কেসে এমন নকল নাম খুঁজে পাওয়া গেছে, যেখানে নাম ও পিতামাতার নাম একই, এবং বয়সের পার্থক্য মাত্র ০ থেকে ৫ বছরের মধ্যে। যার ফলে নির্বাচন কর্মীদের পক্ষে এই এন্ট্রিগুলির মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব। **এছাড়া ২৫,৮৬২টি ক্ষেত্রে, নাম, আত্মীয়ের নাম এবং বয়স সব তথ্যই পুরোপুরি মিলছে, তবুও ওই ব্যক্তিরা ভোটার তালিকায় দু'বার করে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।**

■ এই সন্দেহজনক কেসগুলির মোট ভোট সংখ্যা ৩.৭৬ লক্ষ, যা ৩৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে ছড়িয়ে রয়েছে। এটি কোনও ছোটখাটো প্রশাসনিক ভুল নয়। এই ভোটগুলির একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি ভুয়ো প্রমাণিত হয়, তাহলে তা নির্বাচনের ফলাফলকে সরাসরি প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

■ এই অনিয়মগুলি প্রকাশ্যে আসে ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ৩০ দিনের এসআইআর অভিযানের পরে, যা বিহারে পরিচালিত হয়েছিল। সেই সময় কমিশন দাবি করেছিল যে তারা ৭ লক্ষেরও বেশি নকল নাম মুছে ফেলেছে, যা মোট ভোটারের ০.৮৯ শতাংশ। কিন্তু এই ধরনের দাবি সত্ত্বেও, এই সন্দেহজনক ভোটাররা এখনও খসড়া ভোটার তালিকায় থেকে গেছে।

■ **সবচেয়ে উদ্বেগজনক হল সেই ১৬,৩৭৫টি ঘটনা, যেখানে নকল ভোটাররা যেন একে অপরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি— নাম, আত্মীয়ের নাম, বয়স এমনকী ঠিকানাও হুবহু মিলে যায়, অথবা ঠিকানাগুলি একে অপরের থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। এই ধরনের ঘটনা নির্বাচন কমিশনের জন্য সবচেয়ে সহজে চিহ্নিত করার মতো ছিল, তবুও তারা এখনও খসড়া ভোটার তালিকায় রয়ে গেছে।**

■ এই ধরনের সমস্যা প্রথম প্রকাশ্যে আসে একটি সংবাদ প্রতিবেদন মারফত, যেখানে ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে এই অনিয়মের তথ্য উঠে আসে। ৩১ অগাস্ট, নির্বাচন কমিশন বা ইসিআই এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানায়, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে তারা কোনও তথ্য, পরিসংখ্যান বা দাবি অস্বীকার করেনি। বরং, মিডিয়া সংস্থার এই অনুসন্ধানকে 'ডেটা মাইনিং' বলে খারিজ করে দেয় —যদিও এই তদন্তের পদ্ধতিটিই ঠিক সেই রকম, যেটির জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ইআরওনেট ২.০ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

■ নির্বাচন কমিশন জনসাধারণের নজরদারিকে বাধা দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিহারের ভোটার তালিকা এমন এক ফরম্যাটে প্রকাশ করে, যা মেশিন-রিডেবল নয়। স্বাধীন বিশ্লেষকদের এই বাধা ভেঙে তবেই নকল নাম শনাক্ত করতে হয়েছে। অথচ বাস্তবে এই নকল এন্ট্রিগুলিকে যাচাই করার ক্ষমতা ও উপায় কেবল নির্বাচন কমিশনেরই রয়েছে তবুও তারা তা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

■ এটাই প্রথম নয়, এর আগেও এমন গাফিলতির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। পূর্ববর্তী একাধিক তদন্তে দেখা গেছে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ এই দুই রাজ্যে একসঙ্গে নিবন্ধিত রয়েছেন ৫,০০০-র বেশি ভোটার। শুধু তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রেই প্রায় ৮০,০০০ ভোটার ভুয়ো বা ভুল ঠিকানায় নিবন্ধিত ছিলেন। এই সমস্ত তথ্যে নির্বাচন কমিশন এখনও পর্যন্ত কোনও যথাযথ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি।

■ নির্বাচন কমিশনের দাবি, নকল ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ভোটারদের নিজেদেরই ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অভিযোগ এবং দাবি জানাতে হবে। এটি আসলে দায় এড়ানোর এক রূপ মাত্র। নকল ভোটার শনাক্তকরণ (ডিডুপ্লিকেশন) হল নির্বাচন কমিশনের আইনি দায়িত্ব, যা তারা খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে সম্পন্ন করার কথা বলে। তবুও এখন তারা এই দায়িত্ব সাধারণ ভোটারদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, অথচ ৭ লক্ষ নকল ভোটার বাদ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা দিচ্ছে না।

■ এটি শুধু প্রশাসনিক অবহেলা নয়, বরং ইচ্ছাকৃত যোগসাজশকেও প্রকাশ করছে। শুধুমাত্র বিহারে প্রায় ১.৮৮ লক্ষ সন্দেহজনক ভোটারকে খসড়া ভোটার তালিকায় রেখে, নির্বাচন কমিশন বিশাল পরিসরের নির্বাচনী জালিয়াতিকে সহায়তা করছে। এই নকল ভোটারদের উপস্থিতি বিজেপির পক্ষে কৃত্রিম ভোটসংস্করণে সুযোগ তৈরি করছে এবং এটি নির্বাচন কমিশনের সাথে তাদের আঁতাত মাত্র।

■ সুপ্রিম কোর্ট এখন বিহারের খসড়া ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনগুলি বিবেচনা করে দেখতে চলেছে। এই বিষয়টি একটা জিনিস স্পষ্ট করে দেয় যে, নাগরিক, বিরোধী দলগুলি এবং স্বতন্ত্র সংস্থাগুলোকে গণতন্ত্র রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে, কারণ যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, তারা তাদের কর্তব্য ত্যাগ করেছে।

■ **৭ মার্চ ২০২৫ সালে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছিল যে, বিগত দশকের পুরনো ডুপ্লিকেট এপিক নম্বরের সমস্যা তিন মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ৭ জুন ২০২৫-এর মধ্যে সমাধান করা হবে। কিন্তু ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখের এক প্রেস নোটে সেই কমিশনই স্বীকার করে যে, বিহারে এসআইআর-এর মাধ্যমে তারা ৭ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিক স্থানে নিবন্ধিত পেয়েছে। এই স্বীকারোক্তির পরেও, চমকপ্রদভাবে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র বিহারের ৩৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে ১.৮৮ লক্ষ নকল ভোটারের ঘটনা এখনও রয়ে গেছে।**

■ এই ঘটনা কিছু গুরুতর প্রশ্ন তোলে: যদি এত বিশাল পরিমাণে নকল ভোটার এখনও থেকে থাকে, তাহলে এসআইআর-এর উদ্দেশ্য কী ছিল? বিহার এবং গোটা ভারত জুড়ে আরও কতগুলি এমন ঘটনা রয়েছে? এবং শেষ পর্যন্ত এই ভুয়ো ভোটারদের উপস্থিতি থেকে সত্যিকারের লাভবান কারা হবে?

■ সাংবাদিক বৈঠকে বিহারের ভুয়ো ভোটার অভিযোগ তুলে ধরছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষ। সোমবার তৃণমূল ভবনে।

■ যদি কমিশন তার নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং এই অনিয়ম চলতে দেয়, তাহলে কি তারা এই বিষয় জবাবদিহি দিতে বাধ্য নয়? এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে কি এফআইআর দায়ের করা উচিত নয়?

■ এটা শুধু বিহারের বিষয় নয়। যদি একটি রাজ্যের পরিস্থিতি এমন হয়, তাহলে সারা ভারতজুড়ে নির্বাচনী কারচুপির মাত্রা কেমন হতে পারে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। বিজেপি, এক দুর্নীতিগ্রস্ত নির্বাচন কমিশনের সহায়তায়, আমাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক স্তম্ভ স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত।

■ বিহারে এই নকল ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে এসআইআর প্রক্রিয়া অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এর উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা পরিষ্কার করা নয়, বরং কারচুপির জায়গা তৈরি করা। এই কারণেই আমরা বাংলায় একই ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া চালানোর তীব্র বিরোধিতা করছি।

■ নির্বাচন কমিশন নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে, ভুল ও অসঙ্গতিতে ভরা খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। এই গাফিলতিপূর্ণ ও দায়সারা মনোভাব জনগণের আস্থা নষ্ট করছে এবং স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে এই পুরো প্রক্রিয়াটি তড়িঘড়ি করা হয়েছে শুধুমাত্র বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। যদি তথাকথিত সংশোধনের পরেও শুধুমাত্র বিহারে প্রায় ১.৮৮ লক্ষ সন্দেহজনক ভোটার তালিকাভুক্ত থাকতে পারে, তাহলে বাংলায় একই প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের মাধ্যমে জনমতের বিকৃতি ঘটানোর বিপদ কতটা গুরুতর, তা সহজেই বোঝা যায়।

■ **ভুতুড়ে ভোটারদের বিষয়টি প্রথম যে ক'জন সামনে আনেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর ভাষণে তিনি এই ইস্যু তুলে ধরেছিলেন। এমনকী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং দেখিয়ে দেন কীভাবে মহারাষ্ট্র ও দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ভুয়ো ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।**

■ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ভুয়ো ভোটারদের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পরেই নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে বাধ্য হয় এবং একটি নতুন ফিচার তাদের সফটওয়্যারে যুক্ত করে, যা ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) সহায়তা করবে একক এপিক নম্বরের অধীনে একাধিক নাম নিবন্ধিত আছে কি না তা শনাক্ত করতে। কমিশন ইতিমধ্যেই এই নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) অবহিত করেছে। যদি পুরনো ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি না-ই থাকত, তাহলে নতুন এই ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনই বা হত কেন?

■ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি এই একই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে লড়েছে এবং জয়লাভ করেছে। তখন তো রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশিদের নিয়ে কোনও উদ্বেগ ছিল না! তাহলে এখন, রাজ্যের নির্বাচন আসার ঠিক আগে কেন এই ইস্যু তোলা হচ্ছে? যদি এই ভোটার তালিকা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য, তাহলে এখন কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

■ **এমনকী বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রী, কোয়েল মজুমদারও বালুরঘাট ও জলপাইগুড়ি—দুই জায়গাতেই ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছেন। তিনি নতুনভাবে নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পূর্বের ভোটার আইডি ফর্ম ৮-এর মাধ্যমে বাতিল করেননি।** যদি তাদের সত্যিই কোনও গোপনীয়তা বা অনিয়ম না থাকত, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই এই ভুল সংশোধন করেননি কেন?

■ গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউসুফ পাঠান এবং ললিতেশপতি ত্রিপাঠী, 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-র শেষপর্যায়ে দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাটনায় পৌঁছেছেন। আমাদের 'ইন্ডিয়া' জোটের সঙ্গীদের সঙ্গে, আমরা স্পষ্ট ভোটপদ্ধতি ধ্বংসের চেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর তুলব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মর্মান্তিক! কেদারনাথ জাতীয় সড়কে আচমকাই পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল গাড়ির উপরে। প্রাণ হারালেন দুই তীর্থযাত্রী। গুরুতর জখম অন্তত ১০। সোমবার সকালের ঘটনা

আমজনতার সঙ্গে প্রতিবাদে ইউসুফ, ললিতেশ

পাটনার রাজপথে বিজেপির ভোটচুরির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস

প্রতিবেদন: বিহারে ভোটচুরির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিল, তৃণমূল সুপ্রিমো জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই ভোটচুরির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করা হবে। সংবিধান হত্যার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আমজনতার প্রতিবাদ চলবে। সোমবার পাটনায় ভোটের অধিকার যাত্রা এক বিশেষ মাত্রা পেল বাংলার তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান এবং উত্তরপ্রদেশের তৃণমূলের দলনেতা ললিতেশ ত্রিপাঠীর অংশগ্রহণে। বিরোধী জোটের নেতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভোটচুরির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নিলেন তাঁরা। ভোটের অধিকার যাত্রার শেষে ইউসুফ পাঠান এবং ললিতেশ ত্রিপাঠী আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বাড়িতে বিরোধী জোটের নেতাদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। দেখা করেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও।

পাটনায় লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান ও ললিতেশ ত্রিপাঠীর। রয়েছেন তেজস্বী যাদব।

তৃণমূলের সুরেই পাটনার আন্দোলন মঞ্চ থেকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেন, বিজেপির ভোটার তালিকা নিয়ে অ্যাটম বোম তিনি আগে ফেলেছেন। এবার তৈরি আছে হাইড্রোজেন বোম। বিজেপির নেতারা তৈরি থাকুন, হাইড্রোজেন বোম এবার আসছে।

এদিন তৃণমূল নেতাদের দেখতে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। ইউসুফ পাঠান এবং ললিতেশ ত্রিপাঠীকে দেখে পথচলতি মানুষও পায়ে পা মেলান তাঁদের সঙ্গে। এসআইআরের নামে বিজেপি-কমিশনের ভোটার তালিকায় কারচুপি রুখতে সুর চড়ান সাধারণ মানুষ। তৃণমূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, সংবিধানের সুরক্ষার লক্ষ্যেই এই ভোটের অধিকার যাত্রা। প্রতিটি ব্যালটের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সম্মিলিত শপথের ডাক দেওয়া হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা তুলে ধরে ললিতেশ দাবি করেন, ভাবুন, নির্বাচন কমিশন কয়েক মাস ধরে ডুপ্লিকেট ভোটার ছাঁটাইয়ের কাজ চালাচ্ছে। আর আজ এসআইআর-এর শেষ দিনে প্রায় দু'লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার মাত্র ৩৯টি বিধানসভায় পাওয়া যাচ্ছে। যদি ৩৯ বিধানসভায় যদি এত ডুপ্লিকেট ভোটার থাকে, তবে পুরো বিহারে কত ডুপ্লিকেট ভোটার আই কার্ডধারী রয়েছে। এটাই ভোট চুরি। আর এই চুরির লাগাতার হয়ে চলেছে। ভোট চুরির প্রতিবাদে আওয়াজ তোলার বার্তা দিয়ে পাটনা থেকে ললিতেশের দাবি, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই চুরির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবই। এটা সংবিধানের হত্যা। কোনও দেশভক্ত এই হত্যা দেখে চুপ করে থাকবে না। এবার জনগণ জবাব দেবে। জনগণই বেছে নেবে সরকার। সরকার জনগণ বা ভোটার বেছে নিতে পারবে না।

ফের অশান্তি মণিপুরে

খুন থাড়ু জনজাতির নেতা

প্রতিবেদন: ফের অশান্তির অশনি সঙ্কেত মণিপুরে। রবিবার থেকেই পারদ চড়ছে উত্তেজনার। শান্তি বৈঠকে যোগ দিয়ে হিংসার বিরুদ্ধে সওয়াল করলেও সেই হিংসারই বলি হলেন থাড়ু জনজাতি গোষ্ঠীর নেতা নেহকাম জোমহাও। অসমের সীমান্তবর্তী কার্বি আংলং জেলায় তাঁর বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে নেহকামকে খুন করল একদল আততায়ী। অভিযোগের আঙুল কুকিদের দিকেই। পুলিশ এই ঘটনায় যে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে তারা সকলেই একসময় কুকি রেভলিউশনারি আর্মির সক্রিয় সদস্য বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রাতে অসম-মণিপুর সীমান্ত লাগোয়া এলাকাতেই তাঁকে খুন করা হয় নৃশংসভাবে। লক্ষণীয় কুকি এবং থাড়ু, এই ২ জনজাতির বেশিরভাগ মানুষই মূলত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। দুটি জনজাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও বেশ নিবিড়। শুধু তাই নয়, কুকি-মেইতেই সংঘর্ষের জেরে থাড়ু জনজাতির মানুষও মেইতেইদের হামলার শিকার হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। তবুও কুকিদের হাতেই কেন মরতে হল এই থাড়ু নেতাকে?

স্থানীয় মানুষের মতে, থাড়ু সাহিত্য সমিতির সভাপতি ৫৯ বছরের জোমহাও মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে গত ১৬ অগাস্ট থাড়ুদের দু'টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন ইম্ফলের শান্তি বৈঠকে। এতেই জোমহাওর উপর প্রবল চটে যায় কুকি গোষ্ঠী। ক্ষুব্ধ হয় থাড়ুদের একটি গোষ্ঠীও। জোমহাও হত্যাকাণ্ড তারই পরিণতি বলে ধারণা তদন্তকারীদের।

স্ত্রীর রং কালো, পুড়িয়ে মারার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হল স্বামীর

প্রতিবেদন: নৃশংস স্বামী। রাজস্থানের উদয়পুরের বল্লভনগরে গায়ের রং ফর্সা না হওয়ার 'অপরাধে' ২০১৭ সালে স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে খুন করেছিল স্বামী। ২০১৭ সালের ২৪ জুনের ওই ঘটনায় অবশেষে আট বছর পর দোষীকে ফাঁসির সাজা শোনাল নিম্ন আদালত। স্ত্রীকে 'কালো' বলে প্রায় প্রতিদিন খোঁটা দিত তাঁর স্বামী। এখানেই শেষ নয়, কেমিক্যাল মাখিয়ে স্ত্রীকে পুড়িয়ে খুন করেছিল সে। গত শনিবার উদয়পুরের মাভলির নিম্ন আদালত স্বামী কৃষ্ণলালকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বিচারক এই ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, কোনও সভ্যসমাজে এই ধরনের অপরাধের কথা চিন্তাও করা যায় না। দোষী শুধু নিজের স্ত্রী লক্ষ্মীর প্রতি অন্যায় করেনি, গোটা সমাজের প্রতি জঘন্য অপরাধ করেছে। জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রী লক্ষ্মীকে গায়ের রঙের জন্য তাঁর স্বামী কৃষ্ণলাল নিয়মিত কালো বলে অপমান করত। ২০১৭ সালে ২৪ জুন হঠাৎ মাঝরাতে কৃষ্ণলাল স্ত্রী লক্ষ্মীকে গোটা শরীরে একটি রাসায়নিক দ্রব্য মাখতে পরামর্শ দিয়েছিল। সেটি মাখলে নাকি গায়ের রং ফর্সা হয়ে যাবে। লক্ষ্মী সেটা মাখলে একটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় নৃশংস স্বামী।

রেশন কার্ডে কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক

প্রতিবেদন: ফের কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া ফরমান। এবার রেশন তুলতে কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দেশের কোটি কোটি রেশন গ্রাহক। তাদের বিনামূল্যে রেশন পেতে কেওয়াইসি করতে হবে। প্রতিমাসে সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এবার থেকে রেশন গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় আপডেট করাতে হবে। অন্যথায় রেশনের সুবিধা পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে দরিদ্র মানুষকে রেশন দেওয়া হয়। এর জন্য রেশন কার্ডে সমস্ত তথ্য আপডেট করা জরুরি। যদি এই কাজ করা না হয় তাহলে রেশন পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পাঁচ উর্ধ্ব বয়সী সকল সদস্যকে ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে প্রথমে রাজ্যে সরকারের পিডিএস পোর্টালে যেতে হবে। সেখানে ই-কেওয়াইসি তে রেশন কার্ড নম্বর এবং আধার দিতে যাচাই করতে হবে। আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর আপডেট করা আবশ্যক। ভুয়ো রেশন কার্ডের। কেন্দ্রের দাবি ভুয়ো রেশন কার্ড রুখতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। জানিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

চাপে পড়ে সময়সীমা বৃদ্ধি

প্রতিবেদন: বিরোধীদের প্রবল চাপে পড়ে সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। ১ সেপ্টেম্বর সময় পার হয়ে গেলেও, তারপরেও বিহারের খসড়া ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া নিয়ে অভিযোগ বা আপত্তি জানানো যাবে। শোনাও হবে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে একথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এরই ভিত্তিতে নিজেদের পর্যবেক্ষণে কমিশনের এই আশ্বাসের কথা উল্লেখ করল শীর্ষ আদালত। অভিযোগ বা আপত্তি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য বিহার আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগেরও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গীকে জীবন্ত পুড়িয়ে খুন বেঙ্গালুরুর রাস্তায়

প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর ঘটনা বেঙ্গালুরুতে। গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে রাস্তার মাঝেই প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল এক যুবক। রবিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। স্তম্ভিত সভ্যসমাজ। নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারেননি পথচলতি মানুষরা। অগ্নিদগ্ধ অবস্থাতেই রাস্তায় ছুটোছুটি শুরু করেন বনজাক্ষী নামে ২৬ বছরের ওই তরুণী। গাড়িভাড়া করে আত্মীয়দের সঙ্গে মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। সিগন্যালে গাড়িটি দাঁড়ানো মাত্রই আততায়ী বিঠল দৌড়ে গিয়ে পেট্রোল ঢেলে দেয় সেই গাড়িটিতে। তারপরে কেউ কিছু বোঝার আগেই দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তাতে। ভয়ে চালক-সহ গাড়ির অন্য দুই যাত্রী গাড়ির দরজা খুলে পালাতে যান। প্রাণভয়ে ছুটতে থাকেন ওই তরুণীও। কিন্তু যুবকটি তাড়া করে তাঁকে ধরে ফেলে পেট্রোল ঢেলে দেয় সারা গায়ে। ধরিয়ে দেয় আগুন। ট্রাফিক পুলিশ কয়েকজনকে নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলেও শেষরক্ষা হয়নি। সোমবার সকালে মৃত্যু হয় বনজাক্ষীর। জানা গিয়েছে, বনজাক্ষী এবং বিঠল দীর্ঘদিন লিভ-ইন করলেও মদের নেশার কারণে বিঠলকে ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন বনজাক্ষী।

মুম্বইয়ের রাস্তায় বাঙালি অভিনেত্রীর গাড়িতে হামলা, নীরব দর্শক পুলিশ

প্রতিবেদন: মুম্বইয়ে বাঙালি অভিনেত্রী সুমনা চক্রবর্তীর গাড়িতে হঠাৎ হামলা। অভিনেত্রী নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন। মুম্বইয়ে এরকম একটি ঘটনায় বেশ আতঙ্কিত এই বাঙালি অভিনেত্রী। তিনি দাবি করেছেন, মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা এই হামলা চালিয়েছে। সুমনা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে ঘটনাটি জানিয়ে বলেন, আমি কোলাবা থেকে ফোর্ট যাচ্ছিলাম এবং আমার গাড়ি জ্যামের মধ্যে আটকে যায়। এরপর হঠাৎ আমায় মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আমার গাড়ির উপর উঠে জোরে জোরে গাড়িতে আওয়াজ করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, তারা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করে। সেই সময়ে আরও কয়েকজন জানলার কাছে এসে আমায় দেখে 'জয় মহারাষ্ট্র' স্লোগান দিতে শুরু করে। ঘটনাটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'বার ঘটেছে।

রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেই অভিনেত্রী বলেন, পুলিশ সেখানে ছিল। কিন্তু তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা দিনের বেলা এমন ঘটনায় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। লোকেরা রাস্তা দখল করে রেখেছিল। প্রতিবাদের নামে, লোকেরা রাস্তায় একপ্রকার ঘুমোচ্ছিল। সেখানে বসেই খাওয়াদাওয়া করছে এবং স্নানও করছে। সারা রাস্তা নোংরা হয়ে আছে। সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা পুলিশের কর্তব্য। এভাবে চলতে থাকলে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না।

এমনিতেই ভাষা আন্দোলন নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। বাংলায় আরও তৎপর শাসক দল। এই অবস্থায় অভিনেত্রীর এই পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় নিমেষের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

দেশ বিদেশ

2 September, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইয়েমেনে রাষ্ট্রসংঘের ১১ কর্মীকে পণবন্দি করল বিদ্রোহী হুথিরা। রাষ্ট্রসংঘের দফতরে হামলা চালিয়ে পণবন্দি করল তাঁদের। ইজরায়েলের হামলায় হুথি প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর বদলা হিসাবেই এই পণবন্দি বলে মনে করা হচ্ছে

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প
নিহত অন্তত ৯০০ জন, আহত ৩০০০

প্রতিবেদন : কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। ভূকম্পন শুরু হয়েছিল রবিবার মধ্যরাতে। তারপরেও অন্তত ৩ থেকে ৪ বার। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল একের পর এক বাড়ি। প্রাণ হারালেন প্রায় অন্তত ৯০০ মানুষ। জখম এবং নিখোঁজ আরও অন্তত ৩ হাজার। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কুনার প্রদেশে রবিবার রাতে শক্তিশালী ভূমিকম্প প্রথম আঘাত হানে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, সোমবার রিখটার স্কেলে ৬.৩ মাত্রার এই শক্তিশালী ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে। বাকি কম্পনের মাত্রাও রিখটার স্কেলে অন্তত ৪ থেকে ৫। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। কম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর ও দিল্লি লাগোয়া এলাকাতেও। আফগান প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কুনার প্রদেশের তিনটি গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্ব আফগানিস্তানের নুরগুল, সোকি, ওয়াটপুর, মনোগি এবং চাপাদরে জেলা। ধসে পড়েছে বহু বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ। উদ্ধারকাজ শুরু হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। প্রিয়জনের খোঁজে দিশাহারা মানুষ। এলাকায় শুধুই কান্নার রোল। বাড়িঘর হারিয়ে আশ্রয়স্থল বলতে শুধু রাস্তাই। না আছে খাবার, না আছে জল। চারদিকে শুধু অসহায় বৃদ্ধ মহিলা আর শিশু। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবার রাতেও ধ্বংসস্তূপের আটকে পড়া অনেককে উদ্ধার করে পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, মূল কম্পনের ২০ মিনিটের মধ্যেই অনুভূত হয় আফটার শক। এখনও আতঙ্কে কাঁপছে আফগানিস্তান। কখন কী হয়!

চাপে পড়ে ভারতকে বন্ধু বলল আমেরিকা

প্রতিবেদন: ভারতের বাজার হারানোর ভয়। প্রবল চাপে ঢোক গিলতে বাধ্য হল আমেরিকা। রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে দাবি করল ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব। অথচ এর আগেই মার্কিন মুলুকের পক্ষ থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, চিনের তিয়ানজিন শহরের দিকে মোটেও তাকিয়ে নেই আমেরিকা। বরং আমেরিকাকে বাইরে রেখে চলা বৈঠকে আমেরিকাই হবে আলোচ্য। এভাবেই এসসিও সামিটকে কটাক্ষ করেছিল মার্কিন মিডিয়া। আদতে যে তা নিজেদের আশঙ্কাকে ঢাকতে, তা প্রমাণ হয়ে গেল এসসিও সামিট শেষ হওয়ার আগে। একদিকে ভারতের মার্কিন দূতাবাসের তরফে আচমকাই বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভারত আমেরিকার বন্ধুত্বের দাবি করা হল। অন্যদিকে ট্রাম্পের প্রধান উপদেষ্টা পিটার নাভারো রাশিয়ার তেল নিয়ে খোঁচা দিতে গিয়ে 'ব্রাহ্মণ্যবাদ'কে টেনে আনলেন।

এদিনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, মোদি-পুতিন পাত্তাই দিলেন না পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজকে। দু'জনের কথাবার্তার সময় একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন শাহবাজ। কিন্তু মোদি বা পুতিন কেউই ফিরেও তাকালেন না তাঁর দিকে। হাসিমুখে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। পাক প্রধানমন্ত্রীকে এই উপেক্ষা বুঝিয়ে দিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কতটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে পাকিস্তান।

ভারতের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আমেরিকার দ্বন্দ্বের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ এসসিও সামিট আয়োজিত হয় চিনে। তারপরই বদলে যায় মার্কিন বাচনভঙ্গি। মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিও দাবি করেন, ভারত ও আমেরিকার বন্ধুত্বকে দৃঢ়ভাবে বহন করছেন তাঁরা। দুই দেশের সহযোগিতার বিষয়গুলিকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের নিরিখে বিচার করেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

সেই সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের বার্তায় উল্লেখ করা হয়, একবিংশ শতাব্দীতে ভারত ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগ এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে যাবে। সেখানে নতুন আবিষ্কার এন্টারপ্রেনিয়রশিপের যৌথ উদ্যোগের বার্তাও দেওয়া হয়। দূতাবাস এবং সচিবালয় থেকে বন্ধুত্বের বার্তা দিলেও একেবারে অন্য সুর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান উপদেষ্টা পিটার নাভারোর। একদিকে তিনি দাবি করেন ভারতের ওপর ৫০ বা ২৫ শতাংশ শুল্ক লাগু করা হয়েছে কারণ ভারত শুল্কের মহারাজা। তারা আমেরিকার কোনও জিনিস ভারতে বিক্রি করতে দিতে চায় না। যে নাভারোও কিছুদিন আগেই মোদি এবং পুতিনের বন্ধুত্বের নিন্দা করেছিলেন, আজ তাঁর মুখে তিন দেশনেতার নাম একসঙ্গে। কার্যত স্পষ্ট এসসিও সামিটে তিন দেশ নেতাকে একসঙ্গে দেখেই হালে পানি পাচ্ছে না আমেরিকা। সেই কারণেই রাতারাতি নিজেদের অবস্থান বদলাতে বাধ্য হল ট্রাম্প প্রশাসন। ভয় একটাই, ভারতের বিশাল বাজার সত্যিই হাতছাড়া না হয়ে যায়।

ট্রাম্পকে বিঁধলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ

প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মার্কিন মুলুকের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রিচার্ড উলফ। তাঁর তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য, এ যেন ইঁদুর হয়ে হাতিকে ঘুসি মারার শামিল। এভাবে আসলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের বিরুদ্ধে শুল্কযুদ্ধের সমালোচনা করে প্রবীণ মার্কিন অর্থনীতিবিদের এই বিস্ফোরক মন্তব্যে গভীর অস্বস্তিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। 'রাশিয়া টুডে'কে দেওয়া এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে বোমা ফাটিয়েছেন বর্ষীয়ান মার্কিন অর্থনীতিবিদ। তিনি মনে করেন, বিশ্বের সর্বাধিক কঠিন ব্যক্তির মতো আচরণ করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টই বলছে, দুনিয়ার সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারত। এই অবস্থায় ওদের কী করতে হবে সেই নির্দেশ দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর কথায়, দেখে তো মনে হচ্ছে, ইঁদুর মুষ্টি পাকিয়ে আঘাত করছে হাতিকে। রিচার্ড উলফ কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন 'ব্রিকস' সংগঠন নিয়েও। তাঁর সাফ কথা, আমেরিকার বাজার যদি ভারতের জন্য বন্ধ তাহলে রফতানির জন্য ভারত বিকল্প জায়গায় যাবে। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী হবে ব্রিকস গোষ্ঠী। ঠিক এই পথই বেছে নিয়েছে রাশিয়া। ভারতও যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে অন্য দেশে, বিশেষ করে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর বাজারে পণ্য পাঠাবে। স্বাভাবিকভাবে বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে ব্রিকস।

ইঁদুর হয়ে ঘুঁষি মারছে হাতিকে

ভীত প্রধানমন্ত্রী নৈশভোজের ডাক

প্রতিবেদন: মোদি কি ভয় পাচ্ছেন ক্রস ভোটিংয়ের? আশঙ্কা করছেন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হেরে যেতে পারেন এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন? সম্ভবত সেই কারণেই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঠিক আগের দিন ৮ সেপ্টেম্বর নৈশভোজে ডাকলেন এনডিএ সাংসদদের। কারণ বিরোধী জোটের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডি যেভাবে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন এবং ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছেন তাতে মোদির ভীত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

ছাব্বিশে চ্যালেঞ্জের ভোট

(প্রথম পাতার পর)

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের। সে-কথা প্রচারে তুলে ধরতে হবে। এসআইআর এবং বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে আরও জোরদারভাবে প্রতিবাদে শামিল হতে হবে। ভোটার তালিকা ভাল করে ঝালিয়ে নিতে হবে। একসঙ্গে সকলে মিলে কাজ করতে হবে। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে নিজেদের মধ্যে কথা বলে মেটাতে হবে। উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনও সাজেশন থাকলে তা দলকে জানান। দলের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হবে। সর্বোপরি সাংগঠনিক জেলার সাতটি বিধানসভাতেই দলকে জেতাতে হবে। এই টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। টাউন ও ব্লক সভাপতি পরিবর্তন-পরিমার্জনের বিষয়েও সাজেশন চাওয়া হয়েছে দুটি বৈঠকেই। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার ৭ বিধায়ক, আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি, জেলার তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী, যুব সভাপতি এই বৈঠকে ছিলেন।

ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের বৈঠকে আরামবাগ সাংগঠনিক তৃণমূলের থেকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মিতালি বাগ, সভাপতি রামেন্দু সিংহরায়, যুব সভাপতি পলাশ রায়, মহিলা সভানেত্রী করবী মান্না।

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামেন্দু সিংহরায় বলেন, বৈঠকে বলা হয়েছে, আগামী দিনে আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য যে যে উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন সেগুলো বেশি করে আরও মানুষের কাছে জানানো। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যে কর্মসূচি আমাদের চলছে সেটাকে আরও বেশি জোর দিয়ে মানুষের সমস্যার কথা জেনে সেগুলো সমাধানের দ্রুত ব্যবস্থা করা। এছাড়াও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যেভাবে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেই নিয়ে আগামী দিনে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বকে মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছাতে হবে।

অভিষেকের নির্দেশ, আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে সকলকে একসঙ্গে থেকে বিরোধীদের মোকাবিলা করতে হবে। আগামী দিনে যদি সংগঠনের কোনও রদবদল শীর্ষ নেতৃত্ব করে সেটা সবাইকে মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। এছাড়াও পুরশুড়া, আরামবাগ, খানাকুল অঞ্চলে আরও বেশি নজর দিতে হবে। এছাড়াও আজকের বৈঠকে মূলত মানুষের কাজকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর মানুষের কাছে বেশি করে গিয়ে সমস্ত কাজের কথা তুলে ধরতে হবে। আর সামনেই বিধানসভা ভোট। আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য, এই কেন্দ্রে যে ৬টি বিধানসভা রয়েছে, তার সবক'টিতেই জিততে হবে।

৭ দিনে গ্রেফতার খুনি দেশরাজ

(প্রথম পাতার পর)

পর্যায়ক্রম নিয়ে সোমবার সকালে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানান, সাত মাস আগেই দেশরাজ ও ঈশিতার সম্পর্ক ভেঙে যায়। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ঈশিতা ও তার পরিবারকে হত্যার পরিকল্পনা করে দেশরাজ। গত সোমবার খুনের পর সে প্রথমে টোটোয় কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌঁছয়। সেখান থেকে ট্রেনে নৈহাটি হয়ে হাওড়া স্টেশন এবং হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে অযোধ্যায় পৌঁছয়। অযোধ্যা থেকে মহারাজগঞ্জ জেলার নৌতনওয়া দিয়ে ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে পালানোর তালে ছিল। পুলিশ গোড়া থেকেই অনুমান করেছিল দেশরাজ গা-ঢাকা দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের কোথাও। তাতেই দুটো দল গড়ে উত্তরপ্রদেশে তল্লাশি চালাতে থাকে। দেশরাজের বাবা সেনাবাহিনীতে আছেন। তিনিও ছেলেকে আড়াল করার চেষ্টায় ছিলেন বলে জানতে পারে পুলিশ। এই অপরাধে তাঁকে আপাতত গৃহবন্দি করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের দেউরিয়া গ্রামের বাড়িতে। দেবরাজের দুই কাকা দঙ্গল ও মঙ্গল সিং কুখ্যাত দুষ্কৃতী। এক খুড়তুতো ভাই নীতিনপ্রসাদও দাগি অপরাধী। এক দাদু প্রভাবশালী মুখিয়া। দেবরাজ এদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে সরাসরি ধরা কঠিন বুঝেই শনিবার গুজরাতের জামনগর থেকে দেশরাজের মামা কুলদীপ সিংকে গ্রেফতার করে স্পেশাল টিম। ভাগ্নেকে বাঁচাতে এই কুলদীপই বেশি সক্রিয় ছিলেন। কুলদীপের বানানো জাল আধার কার্ড ও অন্য সরকারি নথিপত্র দেখিয়েই দেশরাজ বিভিন্ন হোটেলে রাত্রিবাস করে এবং ট্রেনের টিকিট কাটে। এদিন ট্রানজিট রিমান্ডে দেশরাজকে এনে কৃষ্ণনগরের জেলা আদালতে পেশ করে সর্বাধিক ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ।

আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির (ছায়াপথ) একেবারে কেন্দ্রে একটি 'স্যাজিটারিজ এ স্টার' নামে পরিচিত একটি বিশাল কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। বিশাল কৃষ্ণগহ্বরটি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, চিরদিন কৃষ্ণগহ্বরটি এমন সুপ্ত অবস্থায় থাকবে না, একদিন জেগে উঠবে

এ-বছর বৃষ্টি যেন নাছোড়বান্দা। ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ চলছেই। একের পর এক নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্ত। বন্ধের নামগন্ধ নেই। সকলেরই কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ। কেন আবহাওয়ার এমন মুড! সামনেই দুর্গাপুজো। তবে কি মাটি হবে আনন্দ? কী হতে চলেছে আগামী পরিস্থিতি! পর্যালোচনায় বিশিষ্ট আবহাওয়াবিদ **ড. রামকৃষ্ণ দত্ত**

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জর্জরিত জনজীবন

মৌসুমি বায়ু বলতে প্রতি বছর ভারতের কেরল উপকণ্ঠে সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ-পশ্চিমি বায়ুপ্রবাহকে বলা হয়ে থাকে। এটি একটি আন্তঃরাজ্য, অন্তর্দেশীয়, অন্তর্মহাদেশীয় এবং অন্তর্গোলার্ধ ঘটনা। বস্তুত সূর্যের আপাত পৃথিবীর গোলার্ধ পরিক্রমার ওপর নির্ভরশীল। সুনির্দিষ্ট ভারতীয় উপমহাদেশে মৌসুমি বায়ুর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কার দ্বীপে একটি নিরবচ্ছিন্ন উচ্চচাপ যুক্ত অঞ্চল তৈরি হওয়া প্রয়োজন। অন্য বেশির ভাগ বছরে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে সমুদ্রের তলদেশে

তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের উলম্ব গতি চক্রের (ওয়াকার সার্কুলেশন) ব্যাঘাত ঘটায়। এই ঘটনাকে এল নিনো বলে। এল নিনো ঘটনার পর্যায়কাল ২ থেকে ৮ বছর। ভারতীয় উপমহাদেশীয় আবহাওয়া তথা মৌসুমি বায়ুর ওপর এর ভয়ানক প্রভাব। এই বছর ভারত থেকে ১০ হাজার কিলোমিটার দূরে পেরু অঞ্চলে এল নিনো উৎপন্ন না হওয়ায়, ২০০০ কিলোমিটার দূরে মাদাগাস্কার থেকে মৌসুমি বায়ুর গতিপথে কোনও অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। এক কথায়, এল নিনোর অনুপস্থিতিতে এই বছরের মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি ভীষণভাবে বেড়েছে। এই অতিবৃষ্টি চলবে আগামী দিনেও। এবছর পুজোতেও এই বৃষ্টির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই অতিবৃষ্টির ফলে শহর বা গ্রামাঞ্চল, বিভিন্ন জায়গায় জলাশয় উৎপন্ন হয়ে জনজীবনে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করছে। যাতায়াতের অসুবিধা থেকে শুরু হয়ে জলবাহিত রোগ-জীবাণু সংক্রমণ— কিছুই বাদ পড়ছে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানও সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষ অবলীলায় সহ্য করছে। সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু কেন? পশ্চিমবঙ্গের কথা যদি বলা হয় তাহলে কারণ প্রধানত তিনটি : ভৌগোলিক কারণ, সময়কাল ও পরিবেশের পরিবর্তন।

ভৌগোলিক কারণ

ভৌগোলিক কারণ হিসাবে বলতে গেলে প্রথম আসে আবহাওয়া। নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্র হওয়ায় আর্দ্রতা ভারতের অন্যান্য জায়গার থেকে অনেক বেশি। তাই কয়েকটি জেলা বাদ দিয়ে খরা হওয়ার সম্ভনা খুব কম। কাজেই প্রাকৃতিক ভাবে জল খুব ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হবে। যে কারণে জল ছেটানো বায়ু-ঠান্ডা করার যন্ত্র খুব একটা কাজে আসে না। ঘর ঠান্ডা করতে কম্প্রেসার যুক্ত যন্ত্রের প্রয়োজন। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা আর্দ্র সমুদ্র অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কারণে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার বিভিন্ন পাহাড়-সংলগ্ন জায়গায় বৃষ্টিপাতের জল সমুদ্র সমতল থেকে নিচু সমতলের দিকে নেমে আসে। উদহারণ হিসাবে ঘাটাল জলসংকট। এই সংকট নিয়েই সমুদ্র সমতলের উচ্চতার কাছে নিউটাউন, রাজারহাট শহরগুলি তৈরি হচ্ছে। এই সংকটে অদূর ভবিষতে বাংলাদেশের নদীগুলির অবদান নিউটাউন, রাজারহাট সংলগ্ন জায়গায় আরও সংকটে ফেলে দেবে। জল-জমে-থাকা বাড়তে থাকবে।

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণের কারণে মাটির জল শোষণ ক্ষমতা ভীষণ কমে গেছে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে বায়ুতে দূষিত ধূলিকণা বৃষ্টির আকারে মাটিতে জমে মাটির জল শোষণ ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। শহর-গ্রাম সমস্ত জায়গায় ব্যাপক ভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে বেশি ফলনের

জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারে এই সমস্যা আরও ব্যাপক হয়েছে। শহরে অপরিকল্পিত অট্টালিকা ও রাস্তা তৈরির ফলে উন্মুক্ত মাটির দেখা মেলাই ভার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই জল না হচ্ছে বাষ্পীয় তো না হচ্ছে শোষিত। জমা জায়গার জল জমেই থাকছে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে মাটির নিচে জলস্তরের উচ্চতার ওপর। মাটির নিচের পানীয় জলও পাম্পের সাহায্যে তোলার ফলে ক্রমশই জলস্তর, নলকূপের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। পানীয় জলসংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। পুনরায় মাটির নিচে জল প্রবেশ করতে পারছে না। পরিভাষায় বলে, মাটির নিচের জল রিচার্জিং হচ্ছে না। এর পরিণাম মারাত্মক, কলকাতার মাটির নিচে গহ্বর তৈরি হচ্ছে। যে কোনও সময় ধস নামতে পারে। যে-কারণে কলকাতা ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় পরিণত হচ্ছে। এও দেখা যাচ্ছে এল নিনো নয়, এমন বছরগুলি, যেমন এই বছর, বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব বেশিদিন ধরে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাষ্পায়নের ক্ষমতা যেমন কমছে তেমনি মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে মাটির জল শোষণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। তাই ওই সময়গুলিতে জল জমে থাকার প্রবণতা বাড়ছে। আবার পরিকল্পিত রিচার্জিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় জলমগ্ন জায়গার জল দুর্যোগের মতো জর্জরিত করে দিচ্ছে। ঠিক একই ভাবে নদীর জল কলুষিত হয়ে মাটির শোষণ ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে রিচার্জিং হতে দিচ্ছে না।

প্রতিকার

প্রদূষণ সৃষ্টি করতে পারে এমন সমস্ত ঘটনার ওপর সীমাবদ্ধতা আনতে হবে। প্রতিটি শহরের জনঘনত্ব, অট্টলিকা ঘনত্ব, মোটরযান ঘনত্বের ওপর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ওপর শুল্ক বসাতে হবে। প্রয়োজনে রাস্তার সম্প্রসারণ, নতুন শহর প্রণয়নের ওপর জোর দিতে হবে। পাকা বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে, বাড়ি তৈরির নকশাতে বৃষ্টির জল রিচার্জিং ব্যবস্থা আছে কি না ভালভাবে দেখতে হবে। তেমনি বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে সূর্যশক্তির ব্যবহারে বিনামূল্যে সহযোগিতা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মান্যতা বজায় রেখে, আন্তঃরাজ্য জনপ্রবাহের ওপর কেন্দ্রীয় অনুদান প্রচলন করতে হবে। অর্থাৎ ক রাজ্য থেকে খ রাজ্যে মানুষ বসবাস শুরু করলে, খ রাজ্যকে কেন্দ্রীয় অনুদান দিতে হবে। তেমনি, কৃষিকর্মে কীটনাশক থেকে শুরু করে রাসায়নিক সার ব্যবহারের দায়িত্ব রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্র সরকারকে নিতে হবে। জলযান ব্যবহারে আলাদা নজর দিতে হবে।

জয় শাহ, রোহন জেটলির রাস্তা ধরে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি এবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার ২৯ বছরের পুত্র মহানার্য্যমানও

ছাঁটাই টেন হ্যাগ

মিউনিখ : মাত্র তিনটে ম্যাচ পরেই চাকরি হারালেন এরিক টেন হ্যাগ! ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন কোচ, চলতি বছরের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান ক্লাব বেয়ার লেভারকুসেনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। টেন হ্যাগের কোচিংয়ে তিনটি ম্যাচ খেলে লেভারকুসেন একটিতে জিতেছে। হেরেছে একটি। ড্র করেছে একটি। জার্মান ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পারস্পরিক সম্মতিতে টেন হ্যাগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল। প্রসঙ্গত, এর আগে ম্যান ইউয়ের কোচ হিসাবেও সফল হননি টেন হ্যাগ। তাঁর কোচিংয়ে অবশ্য দল এফএ কাপ ও লিগ কাপ জিতেছিল। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগে শোচনীয় পারফরম্যান্সের পরেই বরখাস্ত হ্যাগ।

আরিণীর নজির

নয়াদিল্লি : মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দাবার তিন ফরম্যাটেই ফিডে রেটিং। নজির গড়ল আরিণী লাহোটি। কনিষ্ঠতম ভারতীয় দাবাড়ু হিসাবে ক্লাসিক্যাল, র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ—এই তিন ফরম্যাটেই ফিডে রেটিং পেয়েছে দিল্লির খুদে। ক্লাসিক্যালে আরিণীর পয়েন্ট ১৫৫৩। র‍্যাপিড ও ব্লিৎজে যথাক্রমে ১৫৫০ এবং ১৪৯৮ পয়েন্ট পেয়েছে। এই বয়সী ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে ইভান দুবে, নিমালান ধরনিপাথি, আওয়েস খান এবং বাংলার অনীশ সরকার ক্লাসিক্যাল ও র‍্যাপিড ফরম্যাটে ফিডে রেটিং পেয়েছে।

ফেডেরারের আরও এক রেকর্ড ভাঙলেন জকো

শেষ আটে আলকারেজ-সাবালেঙ্কাও

নিউ ইয়র্ক, ১ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনে স্ট্রেট সেটে জয় পেলেন নোভাক জকোভিচ, কার্লোস আলকারেজ এবং এরিনা সাবালেঙ্কা। তিন তারকাই পৌঁছে গিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে। শেষ আটে ওঠার পথে কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের আরও একটা রেকর্ড ভেঙে দিলেন জকোভিচ। ভাঙলেন নিজের রেকর্ডও।

চতুর্থ রাউন্ডে জকোভিচের প্রতিপক্ষ ছিলেন জার্মানির ইয়ান লেনার্ড স্ট্রুফ। ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ সেটে অবাছাই প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেন সার্ব তারকা। গোটা ম্যাচে এক ডজন এস মেরেছেন জকোভিচ। এই নিয়ে এক বছরে সবথেকে বেশিবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন জকো। তিনি মোট ন'বার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আগের রেকর্ড ছিল ফেডেরারের। আটবার।

পাশাপাশি টেনিসের ওপেন এরা-তে বয়স্কতম (৩৮ বছর ১০২ দিন) খেলোয়াড় হিসাবে এক বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটে ওঠার নতুন রেকর্ড গড়েছেন তিনি। আগের রেকর্ড ছিল তাঁরই। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে জকোভিচের সামনে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। তাঁকে এবার খেলতে হবে চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে। চলতি বছরে অস্ট্রেলিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রিৎজের কাছে হেরেই ছিটকে গিয়েছিলেন জকো।

দুরন্ত ছন্দে এগিয়ে চলছেন আলকারেজও। পুরুষদের দ্বিতীয় বাছাই স্প্যানিশ তারকা। চতুর্থ রাউন্ডে ৭-৬, ৬-৩, ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী আর্থার রিন্ডারনেককে। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ ২২টি ম্যাচের মধ্যে আলকারেজ জিতেছেন ২১টিতে। একমাত্র হার উইম্বলডন ফাইনালে জানিক সিনারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ২৩ বছরে পা রাখার আগেই ১৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের

জয়ের পর জকোভিচের উচ্ছ্বাস।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আলকারেজ ছুঁয়ে ফেলেছেন বরিস বেকার ও বিয়র্ন বর্গের রেকর্ডও। এবার আলকারেজ খেলবেন চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহচকার বিরুদ্ধে।

এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের শেষ আটে উঠেছেন শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা। তিনি স্পেনের ক্রিস্টিনা বুকসাকে ৬-১, ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ চেক প্রজাতন্ত্রের মার্কেতা ভন্দ্রোসোভা। অন্যদিকে, টেলর টাউনসেন্ডকে ১-৬, ৭-৬, ৬-৩ সেটে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন বারবোরা ক্রেজিকোভা।

কাজাখস্তানকে ১৫ গোলে ভাসাল ভারত

রাজগির, ১ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ হকিতে টানা তৃতীয় জয় ভারতীয় দলের। সুপার ফোরের টিকিট আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সোমবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে দুর্বল কাজাখস্তানকে ১৫-০ গোলে হারালেন হরমনপ্রীত সিংরা। জোড়া হ্যাটট্রিক অভিষেক এবং যুগরাজ সিংয়ের। এর মধ্যে অভিষেক একাই চার গোল করেন। দু'টি করে গোল হরমনপ্রীত ও যুগরাজ সিংয়ের। একটি করে গোল করেন দিলপ্রীত সিং, সঞ্জয় সিং, অমিত রুইদাস ও রাজিন্দর সিং। ফলে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই সুপার ফোর খেলবে ভারত।

ভারতীয়দের গোলের উৎসব। সোমবার।

খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অভিষেকের ফিল্ড গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল। তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অভিষেকই। এবার জোরালো হিটে জাল কাঁপান তিনি। ১৫ মিনিটে ৩-০ করেন সুখজিৎ সিং। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দলের চতুর্থ গোল তথা ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন অভিষেক। ২৪ মিনিটে যুগরাজ সিংয়ের গোলে ৫-০। দু'মিনিট পরেই ৬-০ করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। হাফ টাইমের আগেই ৭-০ করেন অমিত রুইদাস। পরের দু'টি কোয়ার্টার কাজাখস্তানের উপর আরও সাত-সাতটি গোল চাপিয়ে দেন ভারতীয়রা।

এদিকে, ভারতের গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার ফোরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে চিন। সোমবার জাপানের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করেছে তারা। দু'দলের পয়েন্ট (৩ ম্যাচে ৪) সমান হলেও, গোল পার্থক্যে জাপানিদের টেক্কা দিয়ে পরের রাউন্ডে উঠে গেলেন চিনারা।

এবার থুতু, বিতর্কে সেই সুয়ারেজ

লিগস কাপে হার

সিয়াটল, ১ সেপ্টেম্ব : লিগস কাপ ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ০-৩ গোলে হার ইন্টার মায়ামির। পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থাকলেও, চূড়ান্ত ব্যর্থ লিওনেল মেসি। মায়ামির আরেক তারকা লুইস সুয়ারেজ আবার ম্যাচের পর বিপক্ষ কোচের গায়ে থুতু ছিটিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন!

লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে ২৬ মিনিটেই সিয়াটলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ওসাজে ডি'রোজারিও। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যালেক্স কোলডান। চার মিনিট পর মায়ামির কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন পল রথরক। মেসি এদিন নিজের চেনা ফর্মের ধারেকাছেও ছিলেন না। ৫০ মিনিটে বিপক্ষ গোলকিপারকে একা পেয়েও অবিশ্বাস্যভাবে বল বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন তিনি।

ফাইনাল শেষ হওয়ার পর, দু'দলের ফুটবলাররা একে অন্যের সঙ্গে তুমুল হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। আর তখনই বিতর্কে জড়িয়েছেন সুয়ারেজ। খেলা শেষ হওয়ার পর সিয়াটলের মিডফিল্ডার ওবেদ ভারগাস যখন জয়ের আনন্দে উৎসব করছিলেন, তখন তাঁকে ধাক্কা দেন সুয়ারেজ। গলাও চেপে ধরেন। এর পরেই দু'দলের ফুটবলাররা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে এলে, সুয়ারেজ সিয়াটল কোচের মুখে থুতু ছেটান। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সুয়ারেজের এই আচরণের কড়া নিন্দা করেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানোও। কড়া শাস্তি হতে পারে উরুগুয়ান স্ট্রাইকার।

এই ঘটনা সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০১৪ বিশ্বকাপে সুয়ারেজের কামড় কাণ্ডকে। সেবার ইতালির বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বিপক্ষ ডিফেন্ডার চিয়েলিনির কাঁধে কামড়ে দিয়েছিলেন সুয়ারেজ। শাস্তি হিসাবে লাল কার্ড দেখে নির্বাসিতও হয়েছিলেন। এবারও শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে তাঁর উপর।

ঘটনার সেই মুহূর্ত। রেগে আগুন সুয়ারেজ।

বিতর্কিত পেনাল্টিতে রক্ষা বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১ সেপ্টেম্বর : পরপর দু'টি জয়ের পর, লা লিগার তৃতীয় ম্যাচে রায়ো ভায়োকানোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করল বার্সেলোনা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বিতর্কিত পেনাল্টিতে হার বাঁচাল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা!

বিপক্ষের মাঠে ৪০ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করেছিলেন লামিনে ইয়ামাল। তাঁকে নিজেদের বক্সে ফাউল করেছিলেন ভায়োকানোর ডিফেন্ডার পেপ চাভারিয়া। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে ভায়োকানো ফুটবলাররা আপত্তি জানালেও, ভিএআর পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেননি রেফারি। কারণ ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট ভিএআর পদ্ধতি কাজ করেনি! রিপ্লে দেখলে বার্সেলোনা এই পেনাল্টি পেত কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভায়োকানো কোচ ইনিগো পেরেজ। তবে পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল। যদিও খুব বেশিক্ষণ এই লিড ধরে রাখতে পারেনি বার্সেলোনা। ৬৭ মিনিটে ফ্রান পেরেজের গোলে ১-১ করে দেয় ভায়োকানো।

পেনাল্টিতে গোল করছেন ইয়ামাল।

ম্যাচ শেষ হওয়ার পর যে সংস্থা ভিএআর প্রযুক্তি পরিচালনা করে, তারা এক বিবৃতিতে দুঃখপ্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ম্যাচের প্রথমার্ধে ভিএআর পদ্ধতি কাজ করেনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রযুক্তি পুনরায় চালু হয়। এদিকে, এদিনের ড্রয়ের পর, ৩ ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭। তাদের পরের ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর, ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে।

আগামী বছরের অগাস্টে দিল্লিতে বসবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর

শৈলেন মান্না ১০২

শৈলেন মান্নার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার

প্রতিবেদন : প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবলার শৈলেন মান্নার ১০২তম জন্মদিন পালন করল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে অ্যাভিনিউ সম্মিলনীর মাঠে এই উপলক্ষে চারটি দলকে নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম ম্যাচে ফিল্ম আর্টিস্ট স্টার ৫-১ গোলে হারিয়েছে ক্রীড়া সাংবাদিক স্টারকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, শৈলেন মান্নার কন্যা নীলাঞ্জনা মান্না, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ অনেকেই। সবাইকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

টেন্ডার ডাকবে নতুন কমিটি

প্রতিবেদন : আইএসএল যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, তার জন্য নতুন একটি কমিটি গঠন হবে। সোমবার এমনটাই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত চূড়ান্ত রায় দেয়নি দেশের সর্বোচ্চ আলাদত। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, প্রাক্তন বিচারপতি নাগেশ্বর রাও, যিনি খসড়া সংবিধান জমা দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে এই নতুন কমিটি গড়া হবে। এই কমিটি ২০২৫-২৬ মরশুমের আইপিএল আয়োজনের স্বত্বের জন্য গ্লোবাল টেন্ডার ডাকবে। বর্তমান ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের কমিটি এই টেন্ডারের বিষয়ে কোনও ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

আইএসএল ২০২৫-২৬

প্রসঙ্গত, রিলায়েন্স আপাতত আইএসএলের আয়োজক স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছে। তাদের পরামর্শ মেনেই গ্লোবার টেন্ডার ডাকার ব্যাপারে কার্যত সিলমোহর দেওয়া হল। ফিফা ২০ অক্টোবরের মধ্যে সংশোধিত গঠনতন্ত্র লাগু করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে এখনই নতুন গঠনতন্ত্র মেনে ফেডারেশনকে নির্বাচন করতেই হবে, তেমন কোনও উল্লেখ চিঠিতে করেনি। এই পরিস্থিতিতে, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি আসার আগে আপাতত নিরপেক্ষ কমিটি গড়ে অস্থায়ী চুক্তি করেই এই বছরের আইএসএল করার পথে কাজ এগোল।

শহরে রবসন, আজ নামছেন প্র্যাকটিসেও

প্রতিবেদন : সোমবার সকালেই কলকাতায় পা রাখলেন মোহনবাগানের ষষ্ঠ বিদেশি রবসন রবিনহো। ব্রাজিলীয় তারকাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকশো সবুজ-মেরুন সমর্থক। এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে রবসন নিজেও অভিভূত। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে মঙ্গলবার থেকেই প্র্যাকটিসে নেমে পড়বেন তিনি। তার আগে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে বিকেল চারটেয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন সবুজ-মেরুনের ব্রাজিলীয় উইঙ্গার। এতদিন কোচ জোসে মোলিনার তত্ত্বাবধানে ক্লোজ ডোর প্র্যাকটিস করেছে মোহনবাগান। তবে মঙ্গলবার সমর্থকরা যাতে রবসনকে দেখতে পারেন, তার জন্য ওপেন প্র্যাকটিস রাখা হয়েছে। সেখানেই সতীর্থদের সঙ্গে পরিচিত হবেন রবসন। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল। তাই মোলিনার পাখির চোখ আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আহাল এফকে-র মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। যুবভারতীতে আয়োজিত হোম ম্যাচটা জিতে এএফসির শুরুটা ইতিবাচক ভাবে করতে মরিয়া সবুজ-মেরুন বাহিনী। রবসন নিজেও মুখিয়ে রয়েছেন মোহনবাগানের জার্সিতে নিজের সেরাটা দিতে। আহাল ম্যাচের আগে হাতে সপ্তাহ দুয়েক সময় পাবেন ব্রাজিলীয় তারকা। তিনি জানিয়েছেন, ব্রাজিলে তিনি নিয়মিত প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিলেন। তাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না।

ইরানের কাছে তিন গোলে হার ভারতের

ইরান ৩ ভারত ০

ভারত বনাম ইরান ম্যাচের একটি মুহূর্ত। সোমবার হিসোরে।

হিসোর, ১ সেপ্টেম্বর : কাফা নেশনস কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানের কাছে ০-৩ গোলে হার ভারতের। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ২০ নম্বরে থাকা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করলেও, রক্ষণের ভুলে তিন গোল হজম করল খালিদ জামিলের দল।

অথচ ম্যাচে প্রথম সুযোগ তৈরি করেছিল ভারতই। তৃতীয় মিনিটেই বল নিয়ে ইরানের বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন আশিক কুরুনিয়ন। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। এর পর থেকেই দাপট দেখাতে থাকেন ইরানিরা। ৬ মিনিটে ইরানি মিডফিল্ডার রুজবেশ চেসমির জোরালো শট বাঁচান গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ২৯ মিনিটে ফের দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন গুরপ্রীত।

প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ৫৮ মিনিটে পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন খালিদ জামিলের ছেলেরা। কিন্তু ৫৯ মিনিটে ইরানকে এগিয়ে দেন উইঙ্গার আমিরহোসেনইন হোসেনজাদে। ভারতীয় বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন আরেক ইরানি ফুটবলার জাদেগান। বল বিপন্মুক্ত করতে করতে ব্যর্থ হন রাহুল ভেকে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি ওত পেতে থাকা হোসেনজাদে।

এর পরেও ইরানের একের পর এক আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল ভারতীয় রক্ষণে। তবে দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছিলেন সন্দেশ ঝিঙ্গান, আনোয়ার আলিরা। ৭৩ মিনিটে পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামেন ইরানের সেরা স্ট্রাইকার মেহদি তারেমি। সদ্য ইন্টার মিলান ছেড়ে অলিম্পিয়াকোসে যোগ দেওয়া তারেমি নামার পর ইরানের আক্রমণের ধার আরও বেড়েছিল।

৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তুলে নেয় ইরান। এই গোলের আক্রমণ শুরু হয়েছিল তারেমির পা থেকেই। তাঁর পাস থেকে বল পেয়ে জোরালো শট নিয়েছিলেন জাহানবখশ। সেই শট গুরপ্রীতের হাত ছুঁয়ে পোস্টে লেগে ফিরে আসতেই গোল করেন আলি আলিপোর। এরপর ৯৬ মিনিটে তৃতীয় গোল। এবার জাহানবকশের ঞ্চ থেকে বল পেয়ে গোল করে যান তারেমি।

এদিনের হারের পর, টিকে থাকার জন্য ভারতকে শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারাতেই হবে। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, দুই গ্রুপের দুই সেরা দল সরাসরি ফাইনাল খেলবে। আর দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা দু'টি দল তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে।

ঘরোয়া ক্রিকেটের দলবদল শুরু

প্রতিবেদন : সিএবি ক্লাব দলবদল শুরু হল সোমবার। প্রথম দিন প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন মিলিয়ে ৩১৮ জন ক্রিকেটার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। বড়িশা স্পোর্টিং, মহামেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, টাউন ক্লাব এদিন বেশি ক্রিকেটারকে সই করিয়েছে। ২০২৫-২০২৬ মরশুমের জন্য এই দলবদল। বড় ক্লাবগুলি প্রথম দিনই কিছুটা ঘর গুছিয়ে নিয়েছে। বাকিটা হবে আগামী কয়েকদিনে। দলবদল চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এদিকে, পন্ডিচেরিতে অনূর্ধ ২৩ আন্তঃ রাজ্য ওয়ান ডে মিট-এ বাংলা ক্যাপ সেক্রেটারি একাদশকে ১০০ রানে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে বাংলা করে ২৪০-৯। জবাবে প্রতিপক্ষ দল ৩৯ ওভারে অল আউট হয়ে যায় ১৪০ রানে। মিলিন্দ মণ্ডল ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ডার্বির নায়ক দিমিকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : কিছুদিন আগেই তাঁর জোড়া গোলে ডুরান্ড ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসকে ছেড়ে দিল লাল-হলুদ। সোমবার ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ্রিক স্ট্রাইকারের সঙ্গে ক্লাবের মৌখিক বিচ্ছেদ হয়েছে।

২০২৩ আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা দিয়ামানতাকোসকে গত বছর সই করিয়েছিলেন তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। কিন্তু লাল-হলুদ জার্সিতে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে ব্যর্থ হয়েছেন গ্রিক স্ট্রাইকার। ৩২ ম্যাচে মাত্র ১২টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করেন তিনি। কুয়াদ্রাতের বিদায়ের পর অস্কার ব্রুজোর কোচিংয়েও মানিয়ে নিতে পারেননি। এবারের মরশুম শুরুর আগেই শোনা গিয়েছিল, দিয়ামানতাকোসকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আরও এক বছরের চুক্তি থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ তাহলে মোটা অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হত।

নতুন মরশুমের শুরুটা খারাপ করেননি দিয়ামানতাকোস। ডুরান্ডে ৪ ম্যাচে ৩ গোল করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল। তবে সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে প্রচুর সুযোগ নষ্ট করে ফের লাল-হলুদ জনতার সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। প্রশ্ন হল, চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন লাল-হলুদ ছাড়লেন গ্রিক স্ট্রাইকার। শোনা যাচ্ছে, সদ্য বাবা হওয়া দিয়ামানতাকোস পরিবারের কাছে থাকতে চান। তাই গ্রিসের কোনও ক্লাবে যোগ দিতে চলেছেন। আরও খবর, দিয়ামানতাকোসের বিকল্প হিসাবে ইতিমধ্যেই এক লাতিন আমেরিকান স্ট্রাইকারকে পাকা করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। খুব দ্রুতই নতুন বিদেশির নাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

মাঠে ময়দানে

2 September, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পদপিষ্টের ঘটনায় শিক্ষা নিয়ে ছ'দফা কর্মসূচি ঘোষণা করল আরসিবি। যাতে আর এমন ঘটনা না হয়

বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্যে ছেলেদের টেক্কা মেয়েদের

এবারের বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য বেড়েছে ২৯৭ শতাংশ! গত একদিনের বিশ্বকাপের মোট পুরস্কারমূল্য ছিল ৪২ কোটি টাকা। এবার প্রায় তিন গুণ বেড়ে সেটা দাঁড়িয়েছে ১২২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। যা ছেলেদের বিশ্বকাপের থেকেও বেশি! ২০২৩ একদিনের বিশ্বকাপে মোট পুরস্কারমূল্য ছিল প্রায় ৮৯ কোটি টাকা।

দুবাই, ১ সেপ্টেম্বর : আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতের মাটিতে শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। তার আগেই ভেসে এল সুখবর। এবারের বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য বেড়েছে ২৯৭ শতাংশ! গত একদিনের বিশ্বকাপের মোট পুরস্কারমূল্য ছিল ৪২ কোটি টাকা। এবার প্রায় তিন গুণ বেড়ে, সেটা দাঁড়িয়েছে ১২২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। যা ছেলেদের বিশ্বকাপের থেকেও বেশি! ২০২৩ একদিনের বিশ্বকাপে মোট পুরস্কারমূল্য ছিল প্রায় ৮৯ কোটি টাকা।

এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। যা গতবারের তুলনায় ২৩৯ শতাংশ বেড়েছে। রানার্স আপ দল পাবে ১৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। যে চারটি দল সেমিফাইনালে উঠবে, তারা প্রত্যেকে পাবে ৯ কোটি ৮৮ লক্ষ করে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে শেষ করা দল পাবে ৬

বিশ্বকাপ নিয়ে হরমনপ্রীত, স্মৃতি ও জেমাইমা। ফাইল চিত্র।

কোটি ১৮ লক্ষ করে। সপ্তম ও অষ্টম স্থানে দল পাবে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ করে। এছাড়া বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করা প্রতিটি দলকে দেওয়া হবে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা করে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে একটি ম্যাচ জিতলেই ৩০ লক্ষ টাকা করে পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপের এবার অর্থের ছড়াছড়ি।

এদিকে, ভারত বিশ্বকাপের হলেও, পাকিস্তান নিজেদের সবক'টি ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে। অংশগ্রহণকারী আটটি দেশ খেলবে রাউন্ড রবিন লিগ ফরম্যাটে। অর্থাৎ প্রতিটি দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলবে। পয়েন্টের বিচারে প্রথম চারটি দল সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ফাইনাল ২ নভেম্বর।

টেস্ট ক্রিকেটে ব্রেক ওভার্টনের

লন্ডন, ১ সেপ্টেম্বর : লাল বলের ক্রিকেট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সরে গেলেন ইংল্যান্ডের বোলিং অলরাউন্ডার জেমি ওভার্টন। ৯৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। খেলেছেন দুটি টেস্ট ম্যাচও। ভারতের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজেও অংশ নিয়েছিলেন ওভার্টন। ২১ নভেম্বর পারথে অ্যাসেজ শুরু হবে। তার ঠিক আগে ওভার্টনের এই সিদ্ধান্ত। তিনি বলেছেন, অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি লাল বলের ক্রিকেট থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সরে যাচ্ছি। ৯৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ ও ইংল্যান্ডের হয়ে দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। লাল বল ও প্রথম শ্রেণির ম্যাচ আমাকে পেশাদার ক্রিকেটে থাকতে সাহায্য করেছে। এতেই আমি নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিতে পেরেছিলাম। তাঁর দাবি, ৩১ বছর বয়সে তিন ফরম্যাটে খেলা কঠিন। এখন শুধু সাদা বলে নজর দেবেন।

সিরাজের পরামর্শে উপকৃত অর্শদীপ

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ড সিরিজে তিনি কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। তবে এই সময়টায় অর্শদীপ সিং প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কঠিন সিরিজে সতীর্থদের পাশে থেকে দেখেছেন। আর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছেন মহম্মদ সিরাজের কাছ থেকে।

ইংল্যান্ডে কোনও ম্যাচ না খেলা অর্শদীপ উত্তরাঞ্চলের হয়ে দলীপে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বল করেছেন। তার মধ্যে আইসিসি ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, লাল বলের ক্রিকেট বা টেস্ট ক্রিকেটে একটা সময় খেলা খুব একঘেয়ে হয়ে যায়। বিশেষ করে লাঞ্চের পর বল যখন খুব বেশি কিছু করে না, তখন খেলাটা বোরিং হয়ে যায়। আমি তাই মহম্মদ সিরাজের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই সময়টায় তুমি কী করো? জবাবে সিরাজ বলেছিল, তুমি সেই সময়টাকেই বেশি করে উপভোগ করো। তুমি একে যত বেশি উপভোগ করবে তত বেশি লাল বলের ক্রিকেটে সফল হবে। সিরাজের এই কথাটা আমার দারুণ লেগেছে।

অর্শদীপ আরও বলেছিলেন, ট্রেনিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচে না খেললে তুমি আরও বেশি পরিশ্রম করো। যাতে প্রস্তুত থাকতে পারো। যখন সুযোগ পাবে ভাল করতে পারবে। আমি জানি না নেটে কত হাজার বল করেছি। বলের ক্ষেত্রে ঘাটতি যাতে না থাকে সেটা মাথায় রেখেছি। ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করে নিজেকে শুধু সুযোগের জন্য তৈরি রাখতে হয়। অর্শদীপের পরের অ্যাসাইনমেন্ট দুবাইয়ে এশিয়া কাপ। সেখানে তিনি শুধু প্রথম এগারোয় নিশ্চিত নন, বুমরার সঙ্গে জুটি বেঁধে বিপক্ষকে চ্যালেঞ্জের মুখেও ফেলে দেবেন বলে অনেকের ধারণা। ইংল্যান্ডে শেষ টেস্টের পরই অর্শদীপ সাদা বলের প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছিলেন। তখনও জানতেন না দলীপ ট্রফি কবে শুরু হবে। অর্শদীপ অবশ্য বলছেন, সাদা বল বা লাল বল, দিনের শেষে তো ক্রিকেটই খেলতে হবে। উপভোগও করতে হবে। তিনি সেটাই করছেন।

চোট সমস্যায় বেছে ম্যাচ খেলতে পারেন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক

ভারতের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত কামিন্স

সিডনি, ১ সেপ্টেম্বর : জসপ্রীত বুমরার মতোই পিঠের সমস্যায় ভুগছেন প্যাট কামিন্স। পরিস্থিতি এমন যে তাঁকেও বুমরার মতো বেছে বেছে ম্যাচ খেলতে হতে পারে।

কামিন্স অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। তাঁর সামনে ঘরের মাঠে অ্যাসেজ সিরিজ রয়েছে। কিন্তু তাঁর পিঠের সমস্যা বেড়েছে। আগে যা ভাবা গিয়েছিল সমস্যা তার থেকেও গুরুতর। এর মধ্যে আবার ২১ নভেম্বর থেকে পাঁচ ম্যাচের অ্যাসেজ সিরিজ শুরু হচ্ছে। দু'মাসের মধ্যে তিনি কতটা সুস্থ হতে পারবেন সেই প্রশ্ন রয়েছে। ফলে মনে করা হচ্ছে অজি অধিনায়ক সব টেস্ট নাও খেলতে পারেন। এমনকী অক্টোবরে ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজেও তিনি অনিশ্চিত।

রুটিন চেক আপে কামিন্সের পিঠের সমস্যা ধরা পড়েছে। যা এখন খুব সাবধানতার সঙ্গে সামাল দিতে হবে। সম্প্রতি তাঁর যে মেডিক্যাল টেস্ট হয়েছে তাতে স্ট্রেসের গুরুতর সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এতে তাঁকে শুধু বেছে বেছে অ্যাসেজে খেলতে হবে এটাই নয়, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ ও দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজেও অনিশ্চিত মনে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কর্তারা অবশ্য উদ্বেগের ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বেছে বেছে ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চলতি বছরের গোড়ায় গোড়ালির সমস্যায় ভুগছিলেন কামিন্স। তিনি অবশ্য ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টেই খেলেছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কামিন্স বারবার চোট-আঘাতে ভুগেছেন। এই সময়ের মধ্যে সেবাবে টেস্টই খেলতে পারেননি। ব্রিসবেনে অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে অবশ্য তিনি খেলবেন। কিন্তু তারপর কামিন্স হতো বুমরার মতো বেছে বেছে খেলবেন। তবে সবটাই এখন চিকিৎসকদের হাতে। কামিন্স সব ম্যাচ না খেললে সেটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় ধাক্কা হবে। যেহেতু তাঁর সঙ্গে স্টার্ক ও হ্যাজলউডের মিলিত আক্রমণ প্রতিপক্ষের জন্য শক্ত চ্যালেঞ্জ।

দ্রাবিড় হয়তো ছাঁটাই হয়েছে : ডি'ভিলিয়ার্স

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ সম্ভবত রাহুল দ্রাবিড়কে ছেঁটে ফেলেছে। বিস্ফোরক মন্তব্য এবি ডি'ভিলিয়ার্সের। সম্প্রতি রাজস্থানের কোচের পদ ছেড়েছেন দ্রাবিড়। সেই সময় ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, দ্রাবিড়কে তাঁরা আরও বড় দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে রাজি হননি দ্রাবিড়।

এই প্রসঙ্গে ডি'ভিলিয়ার্সের বক্তব্য, প্রিমিয়ার লিগের মতো জনপ্রিয় ফুটবল লিগে দেখুন। কোচ ও ম্যানেজাররা সব সময় ভাল পারফর্মের জন্য মুখিয়ে থাকেন। ট্রফি জয়ই তাঁদের কাছে শেষ কথা। সেই সাফল্য না পেলে, অনেক সময়ই ক্লাব কর্তাদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। অনেক সময় ছাঁটাইও হতে হয়। তিনি আরও যোগ করেছেন, দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রে আসল ঘটনা কী, সেটা আমরা জানি না। তবে আমার ধারণা, ওঁকে অন্য কোনও পদের প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ একপ্রকার ছাঁটাই করাই। তবে দ্রাবিড়ের জুতোয় পা গলানো মোটেই সহজ নয়। আমি বহু তরুণ ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ওদের কেরিয়ারে দ্রাবিড়ের ভূমিকা কতটা।

ডি'ভিলিয়ার্স আরও যোগ করেছেন, গত আইপিএলে রাজস্থানের খারাপ পারফরম্যান্সের কারণ নিমালে ব্যর্থ হওয়া। এছাড়া জস বাটলারের মতো বেশ কিছু ভাল ক্রিকেটারকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বিকল্প নিতে পারেনি। দু'একজনকে ছাড়া যায়। তাই বলে এতজনকে একসঙ্গে ছাড়াটা ভুল। এতে দলের ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।